NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন
EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ হাইকোর্টের নির্দেশে মোথাবাড়ি যেতে কোনও বাধা নেই শুভেন্দুর

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিক বলেছেন: অর্জুন ৩

কলকাতা ৯ এপ্রিল ২০২৫ ২৬ চৈত্র ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৯৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.04.2025, Vol.18, Issue No. 297, 8 Pages, Price 3.00

কালিগঞ্জ বিধানসভা উপ-নির্বাচন নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদিয়ার কালিগঞ্জ বিধানসভার আসন্ন উপ-নির্বাচনে ভোটার তালিকায় সংযোজন বিয়োজনের পাশাপাশি বুথের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে আয়োজিত সর্বদল বৈঠকে এই তথ্য তুলে ধরেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। একইসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন কালিগঞ্জ বিধানসভার ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলবে আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত। ৮ই এপ্রিল থেকে আগামী ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত এই সংশোধনের কাজে যুক্ত বিএলও বা বুথ লেভেল অফিসারদের ছুটি দেওয়া যাবে না। এই সময়কালের মধ্যে দুটি শনিবার এবং দুটি রবিবার পড়ছে। সেই দুটি শনিবার এবং দুটি রবিবার সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত বিএলওদের হাজির থাকতে হবে এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করতে হবে যা সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক।

২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার নবান্ন অভিযানের ডাক পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের। 'বঞ্চিত' চাকরিপ্রার্থীদের একটা অংশ ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে। দাবি, চাকরিহারাদের সঙ্গে দেখা করলে তাঁদের সঙ্গেও দেখা করতে হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁরা এই অভিযানে পাশে চেয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। এ বার এই 'বঞ্চিত' চাকরিপ্রার্থীদের অভিযানে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করল 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'। এটা সেই সংগঠন যারা আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে নবান্ন অভিযান করেছিল। রাজ্যের শাসক দল তো বটেই, বিরোধী দলের নেতৃত্বের একাংশেরও অভিযোগ ছিল, এই সংগঠনের নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি, তথা নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু। এ বার সেই সংগঠনই 'বঞ্চিত' চাকরিপ্রার্থীদের অভিযানে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করল।

শুভেন্দুকে অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শর্তসাপেক্ষে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে অশান্ত মোথাবাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ পরিষ্কার জানান, এলাকা পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হলেও রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে একাধিক শর্ত মেনে চলতে হবে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মত্ত পরিচালকের হাতে ছিল স্টেয়ারিং। তার জেরে বেপরোয়া গতির বলি হন এক পথচারী। ঠাকুরপুকুরে ভরা বাজারে একের পর এক গাড়িকে মারা হয় ধাক্কাও। পিষে দেওয়া হয় সেই ঠাকুরপুকুর কাণ্ডে উঠেছে সর্বমহলে নিন্দার ঝড়। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে পুলিশ হেপাজতে পরিচালক সিদ্ধান্ত দাস। অভিযুক্ত সিরিয়াল পরিচালকের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের ধারা রুজু করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলছে পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবেই গাড়ি জোরে চালিয়ে পিষে দেওয়া হয়েছে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

স্বস্তির রায় রাজ্যের পক্ষে
সুপারনিউমেরারি পদে সিবিআই তদন্তে শীর্ষ আদালতের স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে প্রায় ২৫, ৭৫৩টি শিক্ষক ও অশিক্ষক পদে নিয়োগ বাতিল হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক ও আইনি চাপ চূড়ান্ত। এই পরিস্থিতিতেই মঙ্গলবার রাজ্য সরকারকে কিছুটা স্বস্তির বার্তা শোনাল সুপ্রিম কোর্ট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৈরি 'সুপারনিউমেরারি' বা অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই তদন্ত চালাতে পারবে না; এই মর্মেই কলকাতা হাইকোর্টের আগের রায় খারিজ করে দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় সংস্থার হস্তক্ষেপ অনুমোদনযোগ্য নয়। যদিও অন্য যেসব পদে দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্ত চলছে; তা যেমন নবম-দশম শ্রেণি বা দ্বাদশ-একাদশ পর্যায়ের নিয়োগ; সেগুলিতে তদন্ত চলবে আগের মতোই।

সুপারনিউমেরারি পদ আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি

শুনানিতে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'সুপারনিউমেরারি পদ তৈরি আইনবিরুদ্ধ নয়। বরং যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চাকরির অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের নিয়োগের পথ সহজ করতে এই পদক্ষেপ। যদি মন্ত্রিসভা এমন সিদ্ধান্ত নেয়, তা হলে তা প্রশাসনিক স্তরে রয়ে যাক; তাতে কেন্দ্রীয় সংস্থা হস্তক্ষেপ করতে পারে না।' তিনি আরও জানান, রাজ্যপালের সম্মতি-সহ সব নিয়ম মেনেই পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল, সুতরাং আদালতের এখানে হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই।

মামলাকারীদের পাল্টা মত

তবে মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এই রায়ের সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন, 'বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি; শুধু এই অংশে সিবিআই তদন্ত বন্ধ করা হল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজেই অযোগ্য প্রার্থীর নিয়োগ স্বীকার করেছেন। আমরা আশা করি, আদালতের আদেশ অমান্য করলে তাঁকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে। চাকরিপ্রার্থীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সমাজে শিক্ষকদের মর্যাদা ধ্বংস করেছেন তিনি।'

একইভাবে ফিরদৌস শামিম, মামলার আরেক আইনজীবী জানান, 'শুধুমাত্র ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের উপর সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য দুর্নীতির ক্ষেত্রগুলোয় তদন্ত চলবে যথারীতি। সুপ্রিম কোর্ট 'সুপারনিউমেরারি পদ' বৈধ কি না, সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। আদালত কেবল বলেছে; এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উপর কেন্দ্রীয় তদন্ত হতে পারে না।'

পুরনো বিতর্ক, নতুন মোড়

২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এসএসসি কেলেঙ্কারিতে রাজ্য সরকারের তৈরি সুপারনিউমেরারি পদে নিয়োগ নিয়ে সিবিআই যেন পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চালায়। এমনকি, প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতিও দেওয়া হয়।

এই রায়ের পর থেকেই রাজ্যের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র বিতর্ক দানা বাঁধে। যদিও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু দাবি করেন, 'এই পদের মাধ্যমে কোনো নিয়োগ করা হয়নি।' একইসঙ্গে তিনি তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি।

এরপরই রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় এবং আপাতত স্থগিতাদেশ পাওয়া সেই মামলার চূড়ান্ত শুনানিতে এদিন কেন্দ্রীয় তদন্ত থেকে রাজ্যের মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তকে অব্যাহতি দিল সর্বোচ্চ আদালত।

ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, অগ্নিগর্ভ জঙ্গিপুর

সংখ্যালঘু ছাত্রযুবদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ, পোড়ানো হল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় তুমুল উত্তেজনা ছড়াল মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে। সংখ্যালঘু ছাত্রযুবদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেল থেকে দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে জড়ালেন আন্দোলনকারীরা। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের গাড়িতে।

ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে স্থানীয় বিধায়ক জাকির হোসনকে ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধায়ককে অতিসত্ত্বর ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে বুধবরাই স্থানীয়দের নিয়ে বৈঠকে বসবেন বলে জানিয়েছেন বিধায়ক।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় সংখ্যালঘু ছাত্র ও যুব সংগঠনের ডাকে আন্দোলন এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়েছিল বিকেলে। জঙ্গিপুরের ওমরপুর মোড় থেকে ধুলিয়ান বাজার পর্যন্ত একাধিক জায়গায় জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে সংখ্যালঘু ছাত্র সংগঠন। কয়েক হাজার ইসলামিক সংগঠনের ছাত্রযুব বিক্ষোভে শামিল হন। তাতে অবরুদ্ধ হয় ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। স্তব্ধ হয়ে যায় উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সড়কপথে যোগাযোগ। দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে থাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। রাস্তায় আটকে যায় অ্যাম্বুল্যান্স থেকে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কিছু গাড়ি। খবর পেয়ে অবরোধ তুলতে যায় পুলিশ। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের ইটবৃষ্টির মুখে পড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় পুলিশ। বাড়তি পুলিশ বাহিনী ডেকে বিক্ষোভকারীদের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে পুলিশ। শুরু হয় খণ্ডযুদ্ধ। ওই সময় বিক্ষোভকারীরা বেশ কিছু গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন। বাদ যায়নি পুলিশের গাড়িও।

অন্য দিকে, বিনা প্ররোচনায় বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো এবং লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। কাঁদানে গ্যাসের শেল ফেটে তিন বিক্ষোভকারী অসুস্থ বলে দাবি করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা যাচ্ছে, বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটের ঘায়ে বেশ কয়েক জন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের কয়েক জন আহত হয়েছেন বলেও খবর। পুলিশ সূত্রে খবর, তাদের দু'টি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট।

বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা লোকসভায় কংগ্রেসের প্রাক্তন নেতা অধীর চৌধুরীর দাবি, পুলিশের বাড়াবাড়িতেই এই গন্ডগোল হয়েছে। তাঁর দাবি, পরিস্থিতি সামলাতে প্রয়োজনে সেনা নামানো হোক।

দুই সাংসদের প্রতি আক্রমণে শাসকদলের 'গৃহযুদ্ধ' প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভায় তৃণমূলের সংসদীয় দলের 'গৃহযুদ্ধ' হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে নেমে এল জনগণের মাঝে। এনে ফেললেন সেই যুদ্ধের এক পক্ষ প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে দলের তিন সাংসদকে নিশানা করেছেন লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্যসচেতক কল্যাণ। দু'জনের নাম নিলেন, বহু উপরোধেও নাম উহ্য রাখলেন এক জনের। কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন, তিনি কার কথা বলতে চেয়েছেন।

কল্যাণ সরাসরি নাম করেছেন দমদমের সাংসদ সৌগত রায় এবং বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদের। তাঁদেরই পাশাপাশি কল্যাণের নিশানায় থাকা মহিলা সাংসদ কি কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র? প্রশ্ন সত্ত্বেও কোনও নাম করেননি কল্যাণ। সারা ক্ষণ বলে গিয়েছেন 'এক মহিলা সাংসদ', 'ওই ভদ্রমহিলা'। সৌগত এবং ওই মহিলা সাংসদকে এক বন্ধনীতে ফেলে কল্যাণ বলেছেন, 'সৌগত রায়ের কোনও ক্যারেক্টার আছে নাকি? নারদার টাকা নিয়েছিল, মনে নেই? নারদার চোর আর এর-তার থেকে গিয়ে টাকা নেওয়া সব দু'নম্বরিগুলো এক জায়গায় হয়েছে। দু'নম্বরিদের এক জায়গায় হতে বেশি সময় লাগে না।'

তবে তৃণমূল সংসদীয় দল সূত্রের খবর, কল্যাণের 'দুর্ব্যবহার' নিয়ে তিনি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে চিঠি লিখেছেন, সেটি মঙ্গলবার সকালেই মমতার কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছেছে। ঘটনাচক্রে, কল্যাণের সাংবাদিক বৈঠক হয়েছে তার পরে। তৃণমূলের অনেকের মতে, মমতার বাড়িতে মহুয়ার চিঠি পাওয়ার পরে যদি কল্যাণ এমন সাংবাদিক বৈঠক করে থাকেন, তা হলে তিনি তা মমতার অনুমোদন না-পেয়ে করেননি। আরও 'তাৎপর্যপূর্ণ' এই যে, মহুয়ার চিঠির প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে কল্যাণ বলেছেন, 'আমি সংসদে সকলের বিরুদ্ধে লড়াই করি। একাই লড়াই করি। একটা অধিবেশনে না এলে বুঝবে!' কল্যাণের আরও বক্তব্য, 'ইংরেজিতে ফটরফটর করলেই কোনও পুরুষকে অসম্মান করা যায় না। দিদি যদি মনে করেন আমি ভুল করেছি, বলে দিন। আমি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। আমার কী আছে!' যা থেকে অনেকে মনে করছেন, কল্যাণ 'ইস্তফা' দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে বলে পাল্টা 'চাপ' তৈরি করে রাখতে চাইলেন।

পাল্টা সৌগত রায় বলেন, 'আমি সাংসদদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অংশগ্রহণ করিনি। আমি সেদিন দেখিনি কল্যাণের সঙ্গে মহুয়ার কী হয়েছিল। আমাকে বিজয় চকে থাকতে বলা হয়েছিল। আমি সেখানে শুনলাম মহুয়ার সঙ্গে কল্যাণের দারুণ ঝগড়া হয়। কল্যাণ নাকি মারতে উদ্যত হয়েছিল। মহুয়াকে পুলিশে যেতে হয়েছিল। অনেক সাংসদদের সামনে মহুয়া কাঁদছিল। আমাদের ও অন্যদলের সাংসদরা কল্যাণের ব্যবহারের নিন্দা করেন। আমাদের দলের অনেকে বলেন মমতা-অভিষেককে চিঠি দিয়ে জানানো হবে। তবে আমার এখানে ভূমিকা ছিল না। আমি মনে করি না দলের কথার বাইরে বলা উচিত। আমি মনে করি এতে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। কল্যাণ ওয়াকফের জেপিসি'তে বোতল ছোঁড়া, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে লেডি কিলার বলে ক্ষমা চাইল, সেটাও আমি বলিনি। আমি মনে করি ডিগনিটি রাখা উচিত।'

বস্তুত, কল্যাণ মঙ্গলবার ভরা সাংবাদিক বৈঠকে যা বলেছেন, তাতে তৃণমূলের সংসদীয় দলের 'গৃহযুদ্ধ' আরও ঘোরালো হওয়ারই সম্ভাবনা। খোলাখুলি আক্রমণ করেছেন সাংসদ কীর্তিকে।

'পিসফুল কমিউনিটি'-কে আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: জঙ্গিপুরে হিংসাত্মক বিক্ষোভে ফের উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ, মুখ খুললেন শুভেন্দু অধিকারী।

ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন সংসদের দুই কক্ষে পাশ হওয়ার পরে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার ফলে তা এখন দেশের আইন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফের পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গিপুরে বিক্ষোভের নামে হিংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, 'যেভাবে ২০১৯-২০২০ সালের সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের সময় ট্রেনে পাথর ছোড়া হয়েছিল, বহু যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছিলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় রেল স্টেশনগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই একই চিত্র ফের দেখা যাচ্ছে।'

শুভেন্দুর অভিযোগ, 'এ বারও তথাকথিত 'পিসফুল কমিউনিটি'-র প্রতিবাদীরা রাস্তায় নেমে পড়েছে। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে পুলিশ গাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে।' তাঁর ভাষায়, 'এ রাজ্যে এক সুরে আবার বাজছে সেই হিংসার সুর। প্রতিবাদের নামে এইভাবে সরকার ও সাধারণ মানুষের সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেওয়া, অরাজকতা সৃষ্টি করা; এ ডিসেন্ট নয়, এটা ডেস্ট্রাকশন। এটা একেবারেই অসাংবিধানিক।'

বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে চোখ বন্ধ করে আছে, শুধুমাত্র শাসকদলের ভোটব্যাঙ্ক রক্ষা করার জন্য। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'

এই পরিস্থিতিতে শুভেন্দু অধিকারীর আহ্বান, 'আমি মুখ্যসচিব এবং মুর্শিদাবাদের জেলাশাসকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, যেন তাঁরা মহামান্য রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সহায়তা চান। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হোক। রাজ্য পুলিশ এই ধরণের আইনবহির্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আইন যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যারা অশান্তি ছড়াচ্ছে, তারা যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায়, সেটাই এখন একমাত্র পথ।'

হায়দরাবাদে জোড়া বিস্ফোরণকাণ্ডে পাঁচ দোষীর মৃত্যুদণ্ড বহাল

হায়দরাবাদ, ৮ এপ্রিল: হায়দরাবাদে ২০১৩ সালের জোড়া বিস্ফোরণকাণ্ডে দোষী পাঁচজনকে মৃত্যুদণ্ড দিল তেলঙ্গানা হাইকোর্ট। জোড়া বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৮ জন, আহত হয়েছিলেন ১৩১ জন। এই মামলায় এনআইএ কোর্ট দোষীদের ফাঁসির সাজা দিয়েছিল। উচ্চ আদালত সেই সাজা বহাল রাখল।

এনআইএ-র তদন্তে জানা গিয়েছিল, দোষী পাঁচ জন নিষিদ্ধ সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন (আইএম)-এর সদস্য। ২০১৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদের দিলসুখনগরে বাস স্ট্যান্ড এবং বিখ্যাত একটি খাবারের দোকানের কাছে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে জোড়া বিস্ফোরণ ঘটায় তারা। জনবহুল এলাকায় বিস্ফোরণের কারণে অনেক মানুষ হতাহত হন। এই ঘটনায় একে একে গ্রেপ্তার করা হয় আইএম সদস্য মহম্মদ আহমেদ সিদিবাপা ওরফে ইয়াসিন ভাটকল, জিয়া-উর-রহমান ওরফে ওয়াকাস, আসাদুল্লা আখতার ওরফে হাড্ডি, তেহসিন আখতার, আইজাজ শেখ।

২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এই পাঁচ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজা দেয় এনআইএ আদালত। এরপর দোষীরা তেলঙ্গানা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। যদিও উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই বিস্ফোরণ ঘটানোর কাজ 'বিরলের মধ্যে বিরলতম'। দোষীদের বিরুদ্ধে পোক্ত প্রমাণও মিলেছে। তাই দোষীদের সর্বোচ্চ সাজাই হওয়া উচিত। পাঁচ জনের ফাঁসির সাজাই বহাল রাখে হাইকোর্ট। যদিও এখনও সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হতে পারবেন ওই পাঁচ জন।

আইনি বিষয়ে নজরদারিতে মন্ত্রীদের নিয়ে কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন: যে কোনও দপ্তরের আইনি বিষয়ক নজরদারির জন্য মন্ত্রীদের নিয়ে কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত হল মঙ্গলবার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে রাজ্য মন্ত্রিসভার ৭০তম বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে নবান্নের সূত্র মারফত খবর। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের তত্ত্বাবধানে ওই আইন বিষয়ক কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে।রাজ্য সরকারের ওই কমিটির অন্য সদস্যেরা মমতা মন্ত্রিসভার সদস্য। এঁরা হলেন ফিরহাদ হাকিম, মলয় ঘটক, ব্রাত্য বসু, শশী পাঁজা, অরূপ বিশ্বাস এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিভিন্ন দপ্তরের আইনি প্রক্রিয়া এবং মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে নজরদারি এবং প্রয়োজনীয় 'পরামর্শ' দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে ওই সূত্রের খবর।আইনি বিষয়ক ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে নিয়মিতই আদালতে মামলার সম্মুখীন হতে হয়। নবান্ন সূত্রের খবর, মামলার গুরুত্ব পর্যালোচনা করে সেটি নিয়ে কী ভাবে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন তা বিবেচনা করে এই কমিটি 'পরামর্শ' দেবে। পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরেরআইনি প্রক্রিয়াতে সাহায্যের জন্য এই কমিটি প্রয়োজনীয় সহায়তায়ও করবে।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্ধেক আকাশ

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

I, Rakhi Biswas Dey, W/o. Ajay Dey, R/o. Mearber Road, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B. do hereby declared that the surname of my son have changed from Arnab Biswas to Arnab Dey S/o. Ajay Dey vide Affidavit No. 2003 dtd. 12/03/2025 sworn before the 1 st Class Judicial Magistrate, Sadar Hooghly Court. Henceforth, he will be know as Arnab Dey instead of Arnab Biswas and all his relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that Arnab Dey & Arnab Biswas S/o. Ajay Dey is the same & one identical person.

নাম-পদবী

গত ০৩/০৪/২০২৫ 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া, কোর্টে A/59 নং এফিডেভিট বলে আমি NILANJANA DHARA D/o- AJIT DHARA নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র MEERAB SEKH নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২০১৭ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Pinki Khamrui D/o. Uttam Khamrui নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Aksha Sk নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৪/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৭৩৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Irfan Mandal R/o. Kamdebpur, Polba, Hooghly-712102, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sabir Mandal & Sabir Ali Mandal ও আমার মাতা Jasmin Mandal & Jasmin Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ই এপ্রিল, ২৬শে চৈত্র। বুধবার। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গলর ও বিংশত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। ততঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিরোধান দিবস। নীলদর্পণ শ্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে Amit Kumar Guchait S/o. Manoranjan Guchait ও Amit Guchait S/o. Manoranjan Guchait সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে Anil Das S/o. Atul Chandra Das ও Anil Kr. Das S/o. Atul Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Matiar Rahaman ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Samsul Alam ও Samsul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৬৩৯ নং এফিডেভিট বলে Shanta Karmakar S/o. Santosh Karmakar ও Santa Karmakar S/o. Lt. S. K. Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৬৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Uttam Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gokul Mondal ও Lt. G. Ch. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৪/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৬২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sayan Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Saanvi Biswas ও Sannavi Biswas D/o. Sayan Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৪/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৭৯৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Gopal Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ram Das ও R. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৬৪২ নং এফিডেভিট বলে Khokan Mia S/o. Sk. Halim Mia ও Khokon Mia S/o. H. Mia সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৬৪০ নং এফিডেভিট বলে Goutam Pal S/o. Mrityunjay Pal ও Goutam Pal S/o. M. Pal ও Pal Goutam S/o. Mrityunjay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে Surajit Kumar Neogy S/o. Bhola Nath Neogy ও Surajit Neogy S/o. S. N. Neogy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৪/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Arun Kumar Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ramcharan Das ও Ram Chandra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। আমার সঠিক জন্ম তারিখ ০২/১১/১৯৬৫.

নাম-পদবী

আমি Chanda Mondal w/o- Uttam Mondal, ঠিকানা ২৬০/৭২/২, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, দীপকনগর, ব্যারাকপুর, পোস্ট- তালপুকুর, থানা- টিটাগড়, ২৪ পরগনা (উঃ), আমার স্কুল সার্টিফিকেটে Subhankari Mondal নাম রেকর্ড আছে । আমার দুই পুত্র। প্রথম পুত্র Bikrom Mandal-এর বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম SOBHA MONDAL রেকর্ড আছে ও দ্বিতীয় পুত্র Biswajit Mondal-এর বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম SOVA MONDAL রেকর্ড আছে। গত ০২/০৪/২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুর 1st class J.M. কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি CHANDA MONDAL- SUBHANKARI MONDAL ও SOBHA MONDAL ও SOVA MONDAL সব একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১। **সুমন্ত্র কুমার**, পিতা- ৺মদন মোহন কুমার, সাং-২৯ সল্ট লেক, ব্লক-সি, ই সেক্টর, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ২। **শুভ্রা রায়**, স্বামী- শ্যামল কুমার রায়, সাং-বি.ডি ২৮৪, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ৩। **সোমনাথ কুমার**, পিতা- ৺মদন মোহন কুমার, সাং-৮০, এ.জি.সি বোস রোড, এন্টালী, তালতলা, কোলকাতা-১৪, ৪। **শুভ্রা কুমার**, পিতা- অবিনাষ কুমার, সাং-সি.ই ২৯ সল্টলেক সিটি, ব্লক সি.ই. সেক্টর, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ৫। **তপতী কুমার**, স্বামী-৺ মনিমোহন কুমার, ৬। **সুতপা কুমার**, পিতা-৺ মনিমোহন কুমার, উভয়ের সাং-৭, কার্ত্তিক বোস লেন, বড়তলা, কোলকাতা-৬, ৭। **লক্ষীরানী কুমার**, স্বামী-৺ মুরারী মোহন কুমার, সাং-৮০, এ.জি.সি বোস রোড, এন্টালী, তালতলা, কোলকাতা-১৪, ৮। **সর্বানী সিনহা**, স্বামী- শ্যামল সিনহা, সাং- ৫৮, গুরুপদ হালদার রোড, কালিঘাট, দক্ষিন ২৪ পরগনা, ৯। **শুক্লা ঘোষ**, স্বামী- আশীষ ঘোষ, সাং- ওয়ার্ড নং-২, পুরুলিয়া, পিন- ৭২৩১০১, ১০। **তাপস কুমার**, পিতা-৺মনিমোহন কুমার, সাং-৭, কার্ত্তিক বোস লেন, বড়তলা, কোলকাতা-৬, মহাশয়/মহাশয়াগণ তাহাদের পছন্দ মতো ব্যক্তিগণকে এ.আর.এ-৩, কোলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বিগত ইংরাজী ১০/০৮/২০১৭ তারিখে ৪৪৪৫ নং, ২২/০৩/২০১৮ তারিখে ১৭৫০ নং, ১২/১২/২০১৯ তারিখে ৩৭০১ নং, ০৮/১২/২০০৬ তারিখে ৬০৫৮ নং এবং ০৯/১০/২০১৫ তারিখে ৫৬৫০ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে নিমোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি গত ইংরাজী ০৭/০৮/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1900/2020 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাদেরকে (**শুভ্র প্রকাশ কুমার**, পিতা- জয়দেব কুমার,সাং - বাঁটিকা, পোঃ- বৈঁচী, থানা- পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৩৪, **মেঘনাদ সাধুখাঁ**, পিতা- শঙ্করলাল সাধুখাঁ, সাং ও পোঃ-পোঁটবা, থানা- পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৪৯) বিক্রয় করেন। **তপশীলঃ** - জেলা - হুগলী, থানা - পান্ডুয়া, মৌজা - হাতনী, জে.এল. নং - ৬৩, হাল এল.আর. ৬৩৯কৃ, ৬৫১কু, ৬৮২ক্ নং খতিয়ানে সাবেক ২৭৬ তথা হাল এল.আর. ১৯৮ নং দাগে শালি জমি ১ আনায় ৭৩ শতকের মধ্যে ১১ শতক আমমোক্তার ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে বিক্রেতাগণের বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। আমরা ক্রেতাগণ উক্ত দাগ নং এর জমি নাম পত্তনের জন্য B.L. & L. R. O. PANDUA BLOCK অফিসে আবেদন করিয়াছি, তাহা উপরোক্ত নং আমমোক্তারের দাতাগণকে অবগত করিলাম। আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম মাফিক কার্য্য করা হইবে।

ইতি-ক্রেতাগণ-
শুভ্র প্রকাশ কুমার ও মেঘনাদ সাধুখাঁ

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

IN THE COURT OF THE DISTRICT DELEGATE, MIDNAPORE
SUCCESSION CERTIFICATE CASE NO. 21/ 2024
Srimatya Tulsi Saren & others ………... Petitioners
Vs.
Headmaster, Kumirkata Primary School & another ……Opposite Party

এতদ্বারা সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে, **তুলসী সরেন**, স্বামী- স্বর্গীয় নয়নতারা সরেন, সাকিন রাঙ্গামাটিয়া ও পোস্ট- ভীমপুর, থানা- শালবনী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর এবং অন্যান্য পক্ষগণ মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে মৃত **নয়নতারা সরেন**, পিতা- স্বর্গীয় বিক্রম সরেন, সাকিন রাঙ্গামাটিয়া ও পোস্ট - ভীমপুর, থানা- শালবনী, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর এর সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত কুমীরকাটা প্রাইমারী স্কুল, সাকিন কুমীরকাটা ও পোস্ট - ভীমপুর, থানা- শালবনী, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ও SI. of School, পশ্চিম মেদিনীপুর এর বিরুদ্ধে **সাকসেশন সার্টিফিকেট কেস ২১/২০২৪ নং মোকর্দ্দমা** উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমা আগামী 13.05.2025 তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে, আগামী ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানি হইবে।

SCHEDULE:
1. P. F. - Rs. 5,00,000/-
2. Gratuity - Rs. 10,00,000/-

আদেশানুসারে
Laxman Sing (Sheristadar),
District Delegate, Paschim Medinipore, 27.03.2025

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১. শ্রী নিতাই চন্দ্র সরকার ওরফে নিতাই সরকার পিতা মৃত - গৌর চন্দ্র সরকার সাং - হাজারিনগর পোঃ - চিত্রশালী থানা- হাঁসখালী জেলা - নদীয়া পিন - ৭৪১১৫১, ২. শ্রীমত্যা দুর্গা সরকার স্বামী - মৃত রমেন্দ্রনাথ সরকার সাং - হাজারিনগর পোঃ - চিত্রশালী থানা- হাঁসখালী জেলা - নদীয়া পিন - ৭৪১১৫১, ৩. শ্রীমতি পাপিয়া সরকার বৈরাগ্য স্বামী - শ্রী অনন্ত সরকার সাং - চন্দনপুকুর পোঃ জয়পুর থানা- হাঁসখালী জেলা - নদীয়া পিন - ৭৪১১৫১, ৪. শ্রীমতি সুপ্রিয়া দাস, স্বামী শ্রী ছোটন দাস সাং - পুরাতন কাপড় ডাঙ্গা পোঃ ও থানা - চুচুড়া, জেলা- হুগলি পিন - ৭১২১০৩, ৫. শ্রীমত্যা ছায়া সরকার, স্বামী মৃত রবীন্দ্রনাথ সরকার ৬. রত্না সরকার পিতা মৃত রবীন্দ্রনাথ সরকার ৭. রাহুল সরকার পিতা মৃত রবীন্দ্রনাথ সরকার সাং - ধুবুলিয়া বাজার কলোনি, ব্লক নম্বর - ৫/৭ পোঃ ও থানা ধুবুলিয়া জেলা নদীয়া। গত ১২/০৯/২০২২ তাং কৃষ্ণনগর এ ডি এস আর অফিসে রেজিস্ট্রেশন IV নং বাহির ১৩০১-২০২২ নং আমমোক্তার দলিল বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী তন্ময় মুখার্জ্জী পিতা শ্রী সত্যরঞ্জন মুখার্জী সাং - মাঝেরপাড়া লেন পোঃ - কৃষ্ণনগর থানা - কোতয়ালী জেলা নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১, উক্ত আমমোক্তার ২০/০৯/২০২৩ তাং I-10460/2023 দলিল বলে মৌজা ৩৯ নং জয়পুর খতিয়ান নং - R.S. ৩২৩২ ও L.R. ৯৯২২,৯৯২৩,৯৯২৪ দাগ নং - R.S. & L.R. ৩৯৬ মোট ৪.৭৬ শতক সম্পত্তি বিক্রি করেন শ্রী প্রকাশ পাল পিতা - শ্রী বিনয় পাল সাং - চন্দনপুকুর, পোঃ - চিত্রশালী, থানা - হাঁসখলী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১৫১, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হাঁসখালী B.L.& L.R.O অফিসে যোগাযোগ করবেন,অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য হইবে।

।। আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ।।

অপর্ণা ভাদুড়ী স্বামী মৃত অমরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি ৩৩/২০ জ্যোতিষ রায় রোড নিউ আলিপুর থানা বেহালা জেলা দক্ষিন 24 পরগনা তিনি **হীরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী** পিতা মৃত নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি কে গত ইংরেজি ২০১৩ সালের আলিপুর 2 ডিএস আর অফিসের রেজিস্টারিকৃত IV 918 নম্বর আম মোক্তার দলিল বলে বিক্রয় করেন এবং **ভুলু শেখ** পিতা মৃত মুর্তজা শেখ ফতেপুর ভগিরাতপুর ডোমকল মুর্শিদাবাদ তিনি **সৈয়দ গোলাম সারোয়ার** পিতা- মৃত সৈয়দ সিদ্দিক হোসেন কে বহরমপুর অফিসের I-71/2024 নম্বর আমমুক্তার নামা দলিল বলে বিক্রয় করেন উক্ত বিষয়ে কাহারো গুলো আপত্তি থাকলে ডোমকল BL & LRO অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন, থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ মৌজা JL 72 , 46 LR দাগ 898/1366, 927/1371,1014/1359, 1367

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১। **সুমন্ত্র কুমার**, পিতা- ৺মদন মোহন কুমার, সাং-২৯ সল্ট লেক, ব্লক-সি, ই সেক্টর, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ২। **শুভ্রা রায়**, স্বামী- শ্যামল কুমার রায়, সাং-বি.ডি ২৮৪, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ৩। **সোমনাথ কুমার**, পিতা- ৺মদন মোহন কুমার, সাং-৮০, এ.জি.সি বোস রোড, এন্টালী, তালতলা, কোলকাতা-১৪, ৪। **শুভ্রা কুমার**, পিতা- অবিনাষ কুমার, সাং-সি.ই ২৯ সল্টলেক সিটি, ব্লক সি.ই. সেক্টর, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ৫। **তপতী কুমার**, স্বামী-৺ মনিমোহন কুমার, ৬। **সুতপা কুমার**, পিতা-৺ মনিমোহন কুমার, উভয়ের সাং-৭, কার্ত্তিক বোস লেন, বড়তলা, কোলকাতা-৬, ৭। **লক্ষীরানী কুমার**, স্বামী-৺ মুরারী মোহন কুমার, সাং-৮০, এ.জি.সি বোস রোড, এন্টালী, তালতলা, কোলকাতা-১৪, ৮। **সর্বানী সিনহা**, স্বামী- শ্যামল সিনহা, সাং- ৫৮, গুরুপদ হালদার রোড, কালিঘাট, দক্ষিন ২৪ পরগনা, ৯। **শুক্লা ঘোষ**, স্বামী- আশীষ ঘোষ, সাং- ওয়ার্ড নং-২, পুরুলিয়া, পিন- ৭২৩১০১, ১০। **তাপস কুমার**, পিতা-৺মনিমোহন কুমার, সাং-৭, কার্ত্তিক বোস লেন, বড়তলা, কোলকাতা-৬, মহাশয়/মহাশয়াগণ তাহাদের পছন্দ মতো ব্যক্তিগণকে এ.আর.এ-৩, কোলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বিগত ইংরাজী ১০/০৮/২০১৭ তারিখে ৪৪৪৫ নং, ২২/০৩/২০১৮ তারিখে ১৭৫০ নং, ১২/১২/২০১৯ তারিখে ৩৭০১ নং, ০৮/১২/২০০৬ তারিখে ৬০৫৮ নং এবং ০৯/১০/২০১৫ তারিখে ৫৬৫০ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে নিমোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি গত ইংরাজী ০৮/০৬/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1094/2020 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**মোজাহেদুল ইসলাম মোল্লা**, পিতা- নুরুল ইসলাম মোল্লা, সাং - H NO. 68/1, FF-F-1, TOLLEABAND DAVORLLM SALCETC SOUT, GOA, INDIA, 403707) বিক্রয় করেন। **তপশীলঃ** - জেলা - হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা - হাতনী, জে.এল. নং - ৬৩, হাল এল.আর. ৬৩৯, ৬৫১কৃ, ৬৮২কৃ নং খতিয়ানে সাবেক ২৭৬ তথা হাল এল.আর. ১৯৮ নং দাগে শালি জমি ১ আনায় ৭৩ শতকের মধ্যে ২৭ শতক আমমোক্তার ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে বিক্রেতাগণের বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। আমরা ক্রেতাগণ উক্ত দাগ নং এর জমি নাম পত্তনের জন্য B.L. & L. R. O. PANDUA BLOCK অফিসে আবেদন করিয়াছি, তাহা উপরোক্ত নং আমমোক্তারের দাতাগণকে অবগত করিলাম। আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম মাফিক কার্য্য করা হইবে।

ইতি -ক্রেতা –
মোজাহেদুল ইসলাম মোল্লা

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আমার মক্কেলগন বচ্চন বাউরী, অজিত বাউরী, সুদন বাউরী ও মধু বাউরী, সকলের পিতা স্বর্গীয় তারক বাউরী, বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার অন্তর্গত শালিহান গ্রাম নিবাসি গত ইংরাজি ১০/১২/২৪ তারিখে ওন্দা এ.ডি.এস.আর. অফিসে ০৪১৭৯ নং কোবালা দলিল দ্বারা বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার অন্তর্গত শালিহান গ্রাম নিবাসি ৺মন্মথ বাউরী মহাশয়ের পুত্র লেডল বাউরী মহাশয়ের নিকট হইতে ওন্দা থানার অন্তর্গত থানাওয়ার ১১৯ নং শালিহান মৌজায় হাল ১২৭৪ নং খতিয়ানভুক্ত, সাবেক ও হাল ৫৯১ নং দাগভূক্ত বাইদ ৪ শতক সম্পত্তি গত ইং ২৬/১১/২৪ তারিখে ওন্দা এ.ডি.এস.আর অফিসে ০৩৯০১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার ৺বনমালী পরামানিক মহাশয়ের পুত্র নানু পরামানিক মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত সম্পত্তি বর্তমানে নিজ নাম বরাবর নামপত্তণ হেতু আবেদন করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতা বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ০১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ওন্দা বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

Bipan Mukherjee, Advocate
Bankura Dist. Judge Court
E/No.-F/1410/2023

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমমোক্তার দাতা শ্রীমতী মাধুরী জানা, স্বামী- শ্রী বাদল জানা, পিতা- ঈশ্বর অভয় কৃষ্ণ বাগ, ঠিকানা সাং বাসুদেবপুর, পোঃ- খঞ্জনচক, থানা- দুর্গাচক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর দাতাগন ওয়ারিশন সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি মহিষাদল থানার অর্ন্তগত মৌজা আন্দুলিয়া জে. এল. নং- ১৫৮ হাল খতিয়ান ৫৯২৪, ৫৯২২ হাল দাগ ১৯২৮ পরিমান ৫.৭৩১৯ ডেঃ। উক্ত দাগে জমি বিক্রয় এর জন্য গত ইংরাজী ০২/০৭/২০২৪ তারিখে মহিষাদল সাবরেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত iv-0014/2024 নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা শ্রীমতি মাধুরী জানা এর সম্পত্তি সহ স্বয়ং নিজে বিশ্বেশ্বর বাগ এর সত্ব দখলীকৃত সম্পত্তি আমার মক্কেল শ্রী তারাপদ নায়েক পিতা ঈশ্বর চণ্ডীচরণ নায়েক সাং- আন্দুলিয়া, পোস্ট গেওঁখালি, থানা- মহিষাদল, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর মহাশয় কে গত ইংরেজির ১২/১১/২০২৪ তারিখে সম্পাদিত ৪৫৯৪/২০২৪ নম্বর বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে মহিষাদল থানার অন্তর্গত আনুলিয়া মৌজার J.L. No ১৫৮ খতিয়ান ৫৯২৪, ৫৯২২ দাগ নাম্বার ১৯২৮, পরিমাণ ৫.৭৩১৯ ডেঃ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছেন। উক্ত হস্তান্তর বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে B.L. & L. R. O Mahishadal মহাশয়কে লিখিতভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। নতুবা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ হইবে।

Deb Kumar Bag
Advocate
WB/1833/2009
Haldia Court, 10-03-25

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭
পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬
মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।
বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।
A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫
মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com
পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।
হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওথা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮
বালি ফটোকপি সার্ভিস, সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।
বর্ধমান
স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবতী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ডায়মন্ড হারবারের ভোটে সিসিটিভি-ডিভিআর সংরক্ষণের নির্দেশ, শুভেন্দুর নিশানায় 'ভাইপোবাদ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণকে হাতিয়ার করে ফের শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার, ৮ এপ্রিল নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে তিনি জানান, 'ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে 'অভিযোগকারী প্রার্থী' অভিজিৎ (ববি) দাসের দায়ের করা নির্বাচনী মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি সুগত মজুমদার নির্বাচন কমিশন এবং জেলা নির্বাচন আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা যেন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের যাবতীয় নথি, বিশেষ করে সিসিটিভি ফুটেজ এবং ডিভিআর রেকর্ড সংরক্ষণ করেন।' বিচারপতির এই নির্দেশের উল্লেখ করে শুভেন্দু লেখেন, 'সত্য উদঘাটিত হতে সময় লাগে, কিন্তু শেষমেশ সত্যই জিতে যায়। সিসিটিভি ফুটেজ ও ডিভিআর রেকর্ডগুলিতে স্পষ্ট দেখা যাবে, 'নিঃশব্দ বিপ্লব' তথা ভাইপোবাদ কীভাবে ওই কেন্দ্রের নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে।' তাঁর এই মন্তব্যে 'নিঃশব্দ বিপ্লব' ও 'ভাইপোবাদ' শব্দ দুটি ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কারও কারও

মতে, এই ইঙ্গিত যে শাসকদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পোস্টের শেষে বিরোধী দলনেতা ট্যাগ করেছেন ভারতের নির্বাচন কমিশনের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল @ECISVEEP এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের এক্স হ্যান্ডেল @CEOWestBengalকে। এই পোস্ট সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কেউ কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি।

ইসরায়েলের পতাকা ওড়ানোর অভিযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার কাঁকিনাড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় ইসরায়েলের পতাকা ওড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। শোভাযাত্রায় ইসরায়েলের ঝান্ডা ওড়ানোর অভিযোগে জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম সোমবার প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এবং বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের বিরুদ্ধে ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। সোমনাথ শ্যামের দাবি, রামনবমীর শোভাযাত্রায় ইসরায়েলের পতাকা হাতে নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ। তৃণমূল বিধায়কের অভিযোগকে পাত্তা না দিয়েই মঙ্গলবার নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে ভারত ও ইসরায়েলের সুসম্পর্কের বিষয়ে টুইট করেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। টুইটে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। ইসরায়েলের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ভারত তাদের সাহায্য করেছিল। পাশাপাশি ইসরায়েলও ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। একজন ভারতীয় হিসেবে, বন্ধু ইসরায়েলের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করা উচিত। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, ইসরায়েলের পতাকা বহন করা অপরাধ। অথচ কাঁকিনাড়ায় মহরমের মিছিলে প্যালেস্টাইনের পতাকা বহন করা অপরাধ নয়। নবী দিবসে ব্যারাকপুর ধোবি ঘাটে প্যালেস্টাইনের পতাকা বহন করাও অপরাধ ছিল না।' মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং দাবি করেন, 'তিনি যা করেছেন, বেশ করেছেন। এখানে প্যালেস্টাইনের পতাকা ওড়ালে দোষ নেই। কিন্তু ইসরায়েলের পতাকা ওড়ালেই দোষ।' তাঁর সংযোজন, 'ভারতের বন্ধু দেশ ইসরায়েল। তাই তিনি প্রকাশ্যে বন্ধু দেশের পতাকা হাতে নিয়েছেন। তিনি কোনও ভুল কাজ করেননি।' তাঁর পাল্টা দাবি, মহরমের শোভাযাত্রায় এখানকার জেহাদিরা প্যালেস্টাইনের পতাকা ওড়ায়। তাঁর অভিযোগ, খেলায় পাকিস্তান জিতলে যারা সেদেশের পতাকা ওড়ায়। যারা বাজি ফাটায়। তাদের কাছে তিনি কৈফিয়ত দিতে রাজি নন। তাঁর দাবি, 'তৃণমূল দলটা জেহাদিদের দল। ওই দলে সনাতনীদের কোনও জায়গা নেই। তৃণমূল দলটা সংখ্যালঘুদের তুষ্টিকরণের দলে পরিণত হয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, ওপার বাংলা থেকে আগত জেহাদিরা এপার বাংলায় এসে বহাল তবিয়তে আধার কার্ড, রেশন কার্ড কিংবা ভোটার কার্ড বানিয়ে ফেলছেন। সেদিকে নজর দিক তৃণমূল।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র ৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার এসইআর সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে রেলওয়ে কর্মীদের আদর্শমূলক সুরক্ষা কাজের জন্য সংবর্ধনা জানান।

কলকাতা ভিত্তিক স্পিনারু কমার্শিয়াল বিএসই এসএমই বোর্ডে তালিকাভুক্ত হয়েছে। মঙ্গলবার হিন্দুস্তান ক্লাবে তালিকাভুক্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ঘণ্টা বাজিয়ে এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বিএসই পূর্ব অঞ্চলের প্রধান সন্দীপ পাল। কাগজের কাপ, প্লেট, কাপ এবং প্লেট তৈরির জন্য অ্যালুমিনিয়াম পাত্র এবং হোম ফয়েল তৈরির ক্ষেত্রে নিয়োজিত এই কোম্পানিটি তার আইপিও থেকে ১০.১৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে এবং এর শেয়ারের দাম সর্বোচ্চ ৫৫ টাকায় পৌঁছেছে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ৯ এপ্রিল ২০২৫, ২৬ চৈত্র, বুধবার

হাইকোর্টের নির্দেশে মোথাবাড়ি যেতে কোনও বাধা নেই শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শর্তসাপেক্ষে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে অশান্ত মোথাবাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ পরিষ্কার জানান, এলাকা পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হলেও রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে একাধিক শর্ত মেনে চলতে হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মোথাবাড়ি থানার অধীনে প্রস্তাবিত চারটি জায়গায় যেতে পারবেন শুভেন্দু। তবে ১১ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টের মধ্যে নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের বিরোধী দলনেতার সঙ্গে মোট কটা কনভয় যাবে তা প্রশাসনকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ আরও জানান, এসপি মালদা পুরো পরিস্থিতি তদারকি করবেন। মোথাবাড়ি এলাকায় রাখতে হবে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাও। এছাড়া পরিস্থিতি কোনওভাবে খ ারাপ হলেই ফোর্স পাঠিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এলাকায় কোনওরকম মিছিল বা সভা করা যাবে না বলেই জানিয়েছে আদালত। আগামী ১৭ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানি। সেদিন রাজ্যকে বিস্তারিত রিপোর্ট জমার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন সওয়াল জবাব চলাকালীন বিচারপতি রাজ্যের আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, ১২ এপ্রিল শুভেন্দু অধিকারী যেতে পারবেন কি না তা নিয়ে। সঙ্গে এও জিজ্ঞাসা করা হয়, শুধু দু'জন যাবেন কি না তা নিয়ে। পাল্টা রাজ্যের তরফে জানিয়ে

দেওয়া হয় ১২ এপ্রিল অন্য প্রোগ্রাম আছে। সে কারণে ঝামেলা হতে পারে। ১১ এপ্রিল আবার শুক্রবার। পাল্টা মামলাকারীর আইনজীবী প্রশ্ন করেন, শুক্রবার তো সমস্যা কি হয়েছে। উত্তরে বিচারপতি রাজ্যকে জানিয়ে দেন, তেমন হলে উনি ১১ এপ্রিল যাবেন, দরকারে এক্সট্রা ফোর্স দিয়ে দেবেন।

প্রসঙ্গত, মার্চ মাসের শেষের দিকে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে অশান্ত হয়ে ওঠে মালদার মোথাবাড়ি। দোকান এবং গাড়ি ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ। পাল্টা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো হয়। ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে লেখেন, 'তোষণবাজ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছেন। মালদা জেলার মোথাবাড়ি অঞ্চলে বেছে বেছে হিন্দুদের দোকানপাট ভাঙচুর ও লুঠ করা হয়েছে। এরপরই ছ'টি মামলা রুজু করে পুলিশ। সেই ঘটনার জল আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের নির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।'

এই ঘটনার পর গত শুক্রবার বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, ঘটনাটি স্পর্শকাতর, রাজ্য সরকারের দায়িত্ব নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। বিচারপতিরা এও বলেন যে, এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এদিনের শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে এএসজি সওয়াল করেন, পরিস্থিতি এমন, চাইলে মোথাবাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে পারে।

তামিলনাড়ুর ঘটনায় সুপ্রিম নির্দেশের পর রাজ্যপালের বিল সই নিয়ে আশাবাদী বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় বিল পাশ হলেও রাজ্যপাল সই করেন না। মাসের পর মাস ফেলে রাখেন। এই অভিযোগ তুলে দীর্ঘদিন ধরেই সরব তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সেই রাজ্যের সরকারের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর খুশি বাংলার শাসকদল। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, অপরাজিত বিল-সহ ২৩টি বিল রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পড়ে রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর বাংলার রাজ্যপাল সেই বিলগুলি অনুমোদনে তৎপর হবেন বলে আশাবাদী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

একইসঙ্গে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এও বলেন, রাজভবনে বিল অনুমোদনের জন্য পড়ে থাকা নিয়ে বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও তার আগে জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে বারবার সংঘাত বেধেছে রাজ্য সরকারের। আর এই ঘটনায় এটা স্পষ্ট যে এই সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়। তামিলনাড়ুর প্রসঙ্গ টেনে এদিন তিনি বলেন, 'শুধু আমরা নয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই ঘটনা ঘটছে।' এবার বিল পাশ হবে বলে তিনি আশাবাদী। বলেন, 'আমার মনে হয়, আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল সেটা নজর করে, যে বিলগুলো পেন্ডিং রয়েছে, সেগুলো পাঠিয়ে দেবেন।'

প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের কাছে ১০টি বিল

অনুমোদনের জন্য পড়ে আছে জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল সেই রাজ্যের সরকার। সেই মামলায় এদিন সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, বিল ঝুলিয়ে রাখা বৈধ কাজ নয়। বিল নিয়ে তিমনাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এদিকে বিলে সাংবাদিক বিচ্যুতি ঘটেছে মনে করলে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে পারেন রাজ্যপাল। সেক্ষেত্রেও মন্ত্রিসভার পরামর্শ মেনে রাজ্যপালকে চলতে হবে বলে স্মরণ করিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পরই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এটা নিয়ে আমরা বারবার আমাদের রাজ্যপালকে বলেছি। ২০১৬ সাল থেকে ২০২৫ সালের মার্চের মধ্যে বিধানসভায় পাশ হওয়া ২৩টি বিল রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পড়ে রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিল রয়েছে। যেমন অপরাজিতা বিল, গণপিটুনি বিল। কেন এগুলোকে অনুমোদন দিচ্ছেন না, বুঝতে পারছি না। সংবিধানের কোনও অনুচ্ছেদকে লঙ্ঘন করে এমন কোনও বিল নেই, যেটা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো যেতে পারে। বিলে অনুমতি না দিলে কোনও সুপারিশ থাকলে সেটা জানিয়ে রাজ্যপাল আমাদের পাঠাতে পারেন। আমরা সংশোধন করে বিলটি পাশ করিয়ে পাঠালে তা অনুমোদন করা ছাড়া কোনও বিকল্প থাকে না। তারপরও আমরা দেখেছি, আমাদের বিলগুলো যাচ্ছে, তার মধ্যে কিছু কিছু বিল উনি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। সেই বিলগুলি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর কোনও যৌক্তিকতা নেই।'

তামিলনাড়ুর সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এই নিয়ম মেনে সব রাজ্যের রাজ্যপাল কাজ করলে খুব ভাল হবে। জনগণের স্বার্থের জন্য অনেক বিল রাজ্য সরকার আনে। এই বিল যদি সেইসময় পাশ করানো না হয়, তাহলে তার যৌক্তিকতা নষ্ট হয়ে যায়।' তিনি আরও বলেন, 'সর্বভারতীয় স্পিকারদের সম্মেলনেও এই নিয়ে আমি বলেছি। প্রস্তাব দিয়েছিলাম, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্যপাল বিলে সই না করলে সেটিকে অনুমোদন করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা হোক।'

রেড রোডে অনুষ্ঠান চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হিন্দু সেবাদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলার রেড রোডে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে শোভাযাত্রা আয়োজন করতে চায় হিন্দু সেবাদল। তবে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও অনুমতি না মেলায় এবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল ওই সংগঠন।

সংগঠনের দাবি, আগামী ১২ এপ্রিল হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে সকাল ৫টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত রেড রোড এলাকায় শোভাযাত্রা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। সেই অনুযায়ী পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুমতি চাওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়া মেলেনি। তাই আদালতের দ্বারস্থ হিন্দু সেবাদল। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ওই মামলা দাখিলের অনুমতি দিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, বুধবার এই মামলার শুনানি হতে পারে।

উল্লেখ্য, রেড রোডে বহু বছর ধরে ইদ-উল-ফিতরের সময় নমাজ আদায়ের প্রথা প্রচলিত রয়েছে, তবে হনুমান জয়ন্তী সেখানে কখনও পালিত হয়েছে, এমন নজির নেই। এই প্রথম সেখানে হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হল কোনও সংগঠন। প্রসঙ্গত, রামনবমী উপলক্ষে রাজ্যের একাধিক জায়গায় শোভাযাত্রার জন্য সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক মামলা হয়েছিল। আদালত প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট শর্তে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার অনুমতি দেয়। তবে মিছিল নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আদালত তীব্র ভর্ৎসনাও করে। এবার রেড রোডে হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে কিনা, আদালতের সেই রায় ঘিরে রয়েছে প্রবল কৌতূহল।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিক বলেছেন: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার দলের একাধিক সাংসদকে নিশানা করেছেন। সেই তালিকায় এক মহিলা সাংসদ ছাড়াও রয়েছেন কীর্তি আজাদ। তাছাড়া দমদমের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়কে নিশানা করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'নারদার টাকা নেওয়ায় সৌগত রায়ের জন্য দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে।' কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যকে সামনে রেখে নৈহাটিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'ভাট' বকলেও, উনি যা বলেছেন, সঠিক বলেছেন। তবে হঠাৎ করে উনি আজ ওনাদের কেন নিশানা করলেন, তা জানি না।' প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বিকেলে নৈহাটি নগর 'রামনবমী উদযাপন সমিতি'র উদ্যোগে আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নৈহাটির রামঘাট থেকে শুরু হয়। সেই শোভাযাত্রা নৈহাটির বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে নদীয়া মিলের কাছে শেষ হয়। উক্ত শোভাযাত্রায় এদিন হাজির ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা শাখার প্রধান স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজ। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করলেন, '২০২৬ সালে বঙ্গে তারকা রাক্ষসীর পতন ঘটবেই। তাঁর সংযোজন, রাবণ বধ করার জন্য ভগবান রামচন্দ্রের আর্বিভাব হয়েছিল। এবার বাংলায় রাবনদের বধ করার জন্য রামচন্দ্র আবির্ভুত হয়েছেন। বাংলায় সনাতনীরা একত্রিত হয়ে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করছেন।' উক্ত শোভাযাত্রায় হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্য মদন বিশ্বাস, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে প্রমুখ।

আরজি কর কাণ্ডে বিনীতের মামলায় সংবাদমাধ্যমকে যুক্ত করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার নাম প্রকাশের অভিযোগে বিনীত গোয়েল বিরুদ্ধে দায়ের মামলায় ভিডিয়ো ফুটেজ আদালতে জমা দেওয়ার মামলাকারীর আবেদন গ্রহণ করল আদালত। সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যমকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। এদিকে আবার মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে হলফনামা জমা দেয় রাজ্য। একসময় প্রধান বিচারপতি মামলাটি থেকে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরে দাঁড়ান। তারপর মামলা যায় বিচারপতি মান্থার এজলাসে। ৬ মে মামলা পরের শুনানি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও কেন নির্যাতিতার নাম উল্লেখ, তা নিয়েই বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অমৃতা পাণ্ডে নামে এক আইনজীবী। তাঁর অভিযোগ, শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরেও পুলিশ কমিশনার তা অগ্রাহ্য করে নাম জানিয়েছেন মিডিয়াকে।

উল্লেখ্য, আরজি কর মামলায় প্রথম থেকেই তদন্ত করছেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। এই মামলায় পুলিশি তদন্ত নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। সে অভিযোগ নির্যাতিতার বাবা-মা থেকে শুরু করে আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা সকলেই করেছেন। সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা চলাকালীন প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, কোনওভাবেই নির্যাতিতার ছবি, নাম, অবয়ব সামনে আনা যাবে না। কিন্তু তারপরও সংবাদমাধ্যমের সামনে ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে নির্যাতিতার পরিচয় সামনে এনে ফেলেছিলেন পুলিশ কর্তা বিনীত গোয়েল।

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনের পরেও কাজে যোগ দিলেন না চাকরিহারারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনের পরও কাজে যোগ দিলেন না চাকরিহারা শিক্ষকরা। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, 'ভলেন্টিয়ার টিচার হয়ে সার্ভিস নয়। যোগ্য পদেই চাকরি করব।' যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের তরফে জানানো হয়, 'আমরা যোগ্য হিসেবে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পদে চাকরি পেয়েছিলাম। সেখান থেকে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক করা হচ্ছে। আমরা যোগ্য হয়েও আমাদের চাকরি বাতিল হয়েছে। এর প্রধান কারণ রাজ্য সরকারের দুর্নীতি।'

একইসঙ্গে তাঁরা এও জানান, এই পদে যোগ দিলে, আমরা মূল আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। বঞ্চিত শিক্ষকদের সংগঠনের আহ্বাহক মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'মুকুট ছাড়া যেরকম রাজা হয় না। সেরকমই আমি আমার যোগ্যতার বলে পদে চাকরি পেয়েছিলাম, সেখান থেকে ভলেন্টিয়ার টিচার পদে কেন কাজ করব? যা আমার জন্য অপমানের।' শুধু কলকাতায় নয় আইনি লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন আন্দোলন আমরা গ্রহণ করতে চলেছি। যোগ্য চাকরিহারাদের দাবি রিভিউ পিটিশনে যাওয়ার আগে মিরর ইমেজ ওএমআর যেন প্রকাশ করে সরকার। একইসঙ্গে যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকাও প্রকাশ করতে হবে সরকারকে।

নদিয়ার পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদিয়ার মুরুটিয়া থানার পুলিশ হেফাজতে বন্দির মৃত্যু মামলা। ২ বছর আগের এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সঙ্গে উঠে এল আরজি করে খুন ও ধর্ষণের মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ প্রসঙ্গও। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তাঁর পর্যবেক্ষণ জানান, যেহেতু এই মামলার আগে ঠিক একইরকম আরও একটি ঘটনায় ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। সেই রায় সুপ্রিম কোর্টও বহাল রাখে।

তবে এটি দু বছরের পুরনো একটি মামলা। ২০২৩ সালের ২৬ অগস্ট। মামলাকারীর নাম মঞ্জুরা বিবি। তাঁর অভিযোগ ছিল, পুলিশ একটি মামলায় তাঁর ভাসুরকে ধরতে এসেছিল। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে তাঁর স্বামী শওকত মণ্ডলকে ধরে নিয়ে যায়। পরের দিন সকালে এলাকার একটি বাঁশ বাগান থেকে শওকতের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ ওঠে, পুলিশ লক আপেই মারধরে মৃত্যু। এতে আদালতের দ্বারস্থ হন মঞ্জুরা। অভিযোগ, তারপর পুলিশ ওই মহিলার জা-কেও থানায় তুলে নিয়ে যায় অন্য একটি মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে। সেই মামলায় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ ওই মহিলার জামিনের আবেদন মঞ্জুর করার পাশাপাশি মিথ্যা মামলার অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন। মঞ্জুরা এরপর তাঁর স্বামীর মৃত্যু মামলাতেও সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, একটি মামলায় ইতিমধ্যেই সিবিআই তদন্ত করছে, তাহলে এই সংক্রান্ত আরও একটি মামলায় সিবিআই কেন তা নিয়ে। এ প্রসঙ্গেই এই মামলায় গত শুনানিতে উঠে আসে আরজি কর মামলা। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ছিল, 'আরজি করের খুন ও ধর্ষণ কাণ্ড সিবিআই পাওয়ায় তাদের আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তাহলে কেন তেমনটা হবে না।' চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে বলেছিল হাইকোর্ট। মঙ্গলবার এই মামলায় হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়।

গড়িয়াহাটে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গড়িয়াহাটে এক যুবককে রাতের অন্ধকারে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই যুবক পার্ক সার্কাস সংলগ্ন চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন।

রকি রাজবংশী ওরফে ভলু নাম, যুবকের বয়স আনুমানিক ২৭ বছর। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পুরনো শত্রুতার জেরে এদিনের এই হামলার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত ৭ এপ্রিল অর্থাৎ সোমবার মধ্যরাত্রি রাত দু'টো নাগাদ ককুলিয়ায়। প্রথমে বচসা বাধে রকির সঙ্গে স্থানীয় ভোলা, যিশু এবং পিংকুর। পরে রকিকে ডেকে পাঠানো হয় গড়িয়াহাট মোড়ে। তখ নই রাস্তায় ফেলে চপার দিয়ে তাঁকে কোপানো হয় বলে অভিযোগ।

এরপরই গুরুতর আহত অবস্থায় রকিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে।

আপাতত রকি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, এই প্রথম নয়, এর আগেও জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনের সময় ওই যুবকদের সঙ্গেই রকির ঝামেলা বেধেছিল। রকির ওপর হামলা চালায়। এখনও পর্যন্ত গড়িয়াহাট থানা কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারিনি। তল্লাশি চালানোর সময় বাড়িতে কেউ নেই বলে জানায় এক প্রতিবেশী।

আন্তর্জাতিক কল সেন্টারকাণ্ডে ধৃত মাস্টারমাইন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক কল সেন্টারের পর্দাফাঁস। নরেন্দ্রপুর থেকে বিধাননগর সাইবার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল এই চক্রের অন্যতম পাণ্ডা। সূত্র মারফত খবর পেয়ে কিছুদিন আগে সল্টলেক সেক্টর ৫-এ একটি কল সেন্টারে হানা দিয়ে তিন জনকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর সাইবার পুলিশ। তাদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে বিধাননগর পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর। সোমবার রাতে নরেন্দ্রপুর থেকে এই চক্রের অন্যতম পান্ডা শুভ্রনারায়ণ দাস মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে বিধাননগর সাইবার পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে মোবাইল এবং ল্যাপটপ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তি কল সেন্টারকে সফটওয়্যার সাপোর্ট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিত। এরপর ধৃতকে মঙ্গলবার বিধাননগর মহকুমা আদালতে তোলা হবে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ।

ইন্ডোরের সভায় তৃণমূলী নেতারা, সবটাই মুখ্যমন্ত্রীর 'সাজানো নাটক' দেখছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়োজিত চাকরি হারানোদের সঙ্গে বৈঠকের দিনই দেশের সর্বোচ্চ আদালতে শুনানি চলল শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতি মামলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সুপারনিউমেরিক পোস্ট তৈরি নিয়ে। একই দিনে, মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে উঠে এল নতুন অভিযোগ, সেই সভাতেও 'সাজানো নাটক'। বিজেপির সরাসরি অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই রাজ্যের ভবিষ্যতের নামে প্রহসনের সীমা অতিক্রম করেছেন।

৭ এপ্রিল সকাল থেকে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চলছিল মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক। লক্ষ্য ছিল, দুর্নীতির কারণে চাকরি হারানো যোগ্য প্রার্থীদের মুখোমুখি হওয়া এবং তাঁদের সমস্যা শুনে সহানুভূতির বার্তা দেওয়া। কিন্তু সভার শেষে ভাইরাল হয় একটি ছবি, একজন হলুদ পাঞ্জাবি পরিহিত ব্যক্তি, যিনি 'ভুক্তভোগী' পরিচয়ে বসে ছিলেন সভায়। বিজেপি দাবি তোলে, ওই ব্যক্তি নদিয়ার ধানতলা থানার হালালপুর গ্রামের বাসিন্দা সাধন দে। পিতা তমাল দে। তাঁর ঠিকানা গ্রাম হালালপুর, পোস্ট হালালপুর, থানা ধানতলা, জেলা নদীয়া। এলাকায় পরিচিত একজন দাপুটে তৃণমূল নেতা তিনি। তাঁর ভ্রাতৃবধূ রঘুনাথপুর হিজুলী ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯০/১১৫ বুথের নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য। বিজেপির প্রশ্ন, এই ব্যক্তি কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আয়োজিত চাকরি হারানোদের বৈঠকে 'ভুক্তভোগী' সেজে উপস্থিত থাকলেন? চোখে পড়ে, সাংবাদিক প্রশ্ন করতেই তিনি নিজেকে স্বেচ্ছাসেবক বলে পরিচয় দেন এবং দ্রুত দৌড়ে পালিয়ে যান। বিজেপির অভিযোগ, 'সভায় ভিড় বাড়ানোর জন্যই এইসব তথাকথিত 'স্বেচ্ছাসেবকদের' ভেতরে ঢোকানো হয়েছে।' তবে এখানেই শেষ নয়। বিজেপির দাবি অনুযায়ী, ওই সভায় আরও এক প্রভাবশালী ব্যক্তি 'চাকরি হারানো' পরিচয়ে বসে ছিলেন। সিটি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল মোহিতোষ গায়েন। বিজেপি জানাচ্ছে, তিনিও 'আমরা যোগ্য' লেখা আইডেন্টিটি কার্ড পরে মঞ্চের কাছেই বসেছিলেন। অথচ তিনি কোনও চাকরি প্রার্থী নন। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, 'জনগণের চোখে ধুলো দিতে, সুপারনিউমেরিক পোস্ট নিয়ে জনরোষ প্রশমনে, এই নাটকীয়তার আয়োজন করা হয়েছিল।' বিজেপি আরও বলছে, 'মন্ত্রীসভা তথা মুখ্যমন্ত্রী এই দুর্নীতি করেছেন। এখন দৃষ্টি ঘোরাতে নাটক করছেন।'

প্রসঙ্গত, আজ, ৮ এপ্রিল, সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হয় রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত সুপারনিউমেরিক পোস্ট তৈরির বিষয়ে। হাইকোর্টের রায়ে যাঁদের চাকরি বাতিল হয়েছে, সেই ৫,৩২৯ জন শিক্ষক-প্রার্থীর চাকরি বাঁচাতে অতিরিক্ত পদ তৈরি করে নিয়োগ বজায় রাখার প্রস্তাব দিয়েছে রাজ্য।

এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করেই মঙ্গলবার দেশের শীর্ষ আদালত প্রশ্ন তোলে, 'এই অতিরিক্ত পদ তৈরির জন্য বাজেট বরাদ্দ হয়েছে কি না? সরকারি অনুমোদন কোথায়? এই পদ্ধতি কি স্থায়ী সমাধান নাকি শুধু বিতর্ক এড়াতে চালাকি?' বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'এই প্রস্তাবে আইনি জটিলতা রয়েছে। কেবল চাকরি রক্ষা নয়, যোগ্য প্রার্থীদের অধিকারও ভাবতে হবে।' ফলে আদালতের রায় না আসা পর্যন্ত অনিশ্চয়তা কাটছে না। এই প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রীর নাটকীয়ভাবে চাকরি হারানোদের সঙ্গে সহানুভূতির বৈঠক এবং সেখানে তৃণমূল নেতার উপস্থিতি, দুই মিলিয়ে রাজনীতির পারদ আরও চড়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী সভায় বলেছিলেন, 'আমি চাই, কারও সঙ্গে অন্যায় না হোক। যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে, তার দায় আমি নিচ্ছি।' বিরোধীদের বক্তব্য, 'ভুলের দায় নিতে হলে নাটক না করে সত্যিকার চাকরি প্রার্থীদের পাশে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী।'

ঠাকুরপুকুরের দুর্ঘটনায় অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মত্ত পরিচালকের হাতে ছিল স্টেয়ারিং। তার জেরে বেপরোয়া গতির বলি হন এক পথচারী। ঠাকুরপুকুরে ভরা বাজারে একের পর এক গাড়িকে মারা হয় ধাক্কাও। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে পুলিশ হেফাজতে পরিচালক সিদ্ধান্ত দাস। অভিযুক্ত সিরিয়াল পরিচালকের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের ধারা রুজু করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলছে পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবেই গাড়ি জোরে চালিয়ে পিষে দেওয়া হয়েছে। মৃতের পরিবারের দাবি, গাড়ি দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ পরে স্পিড বাড়িয়ে ধাক্কা মারা হয়। মৃতের পরিবারের এক সদস্য বলেন, 'কোনও মতেই গাড়ির ব্রেক ফেল হয়নি। গাড়িটি বারবার দাঁড়াচ্ছিল। তারপর ফুল পিক আপ তুলে নিয়ে বেরোতে যাওয়ার সময় আবার ব্রেক করছে। তাহলে কীভাবে ব্রেক ফেল হয়? সিসিটিভি ক্যামেরায় সবটাই ধরা পড়েছে। এত জনকে কীভাবে ধাক্কা মারে। এটা ইচ্ছাকৃত খ ুন।' পুলিশের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার জন্যও পরিবারকে বলা হয়েছে পুলিশের তরফে। পরিবারের সদস্যের কথায়, 'আমার কাকা মারা গিয়েছেন। আমার কাকার ছেলেকে ফোন করে হাসপাতাল থেকে ডেকে থানায় নিয়ে যায় ওরা। যাঁরা দুর্ঘটনা করেছেন, তাঁদের পরিবারের লোক ওখানে ছিল। বলা হয়, তোমরা একটু সেটেলমেন্ট করে নাও। ওদের আইনজীবীরাও ছিল।' সূত্রে খবর, গাড়ির মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল সাতটা মদের বোতল, গাঁজার কলকে। কিন্তু এফআইআর কপিতে সেগুলো কোনও কিছুই উল্লেখ ছিল না।

বেপরোয়া গতিতে অরবিন্দ সেতুতে ভাঙল হাইটবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেপরোয়া গতির জেরে ফের দুর্ঘটনা উত্তর কলকাতায় অরবিন্দ সেতুর ওপর। সোমবার মাঝরাতে দ্রুত গতিতে আসা ডাম্পার ব্রিজের উপরে হাইটবার ভেঙে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা ঢুকে যায় পুলিশ কিয়স্কের মধ্যে। তবে আশপাশে কেউ না থাকায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছিল ডাম্পারটি। প্রথমে সেটি সেতুর হাইট বারে আটকে যায়। কিন্তু ডাম্পারের গতি এতটাই বেশি ছিল যে, হাইটবার ভেঙে এগিয়ে যায় ডাম্পারটি। সোজা রাস্তার পাশে থাকা পুলিশ কিয়স্কে ধাক্কা মারে।

সম্পাদকীয়

বেপরোয়া কাজকর্ম একদিন হয়তো বন্ধ হবে, কিন্তু তখন কেউ হয়তো বেঁচে থাকবে না

গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় বোঝা যাচ্ছে গরমের দাপট বাড়ছে, যার কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' বা বিশ্ব উষ্ণায়নকে দায়ী করছেন। তথ্য বলছে, ২০২৪ ছিল ইতিহাসের উষ্ণতম বছর। ওয়াকিবহাল মাত্রেই জানেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো কিছু গ্যাস তাপশক্তি ধরে রাখে। আর ওই গ্যাসগুলির মাত্রা বৃদ্ধি মানে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি। কয়লা এবং পেট্রলিয়ামের মতো জীবাশ্ম-জ্বালানি পোড়ানো হলে ওই গ্যাসগুলির (যারা গ্রিনহাউস গ্যাস নামেও পরিচিত) নিঃসরণ বাড়ে। তবুও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে, কলকারখানা ও যানবাহন চালাতে এখনও যথেচ্ছ জীবাশ্ম-জ্বালানি পোড়ানো হয়। অথচ, বহু বছর আগেই পুনর্নবীকরণযোগ্য সৌরশক্তি-বায়ুশক্তি প্রভৃতি বিকল্প ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এদের ব্যবহারে কার্বন ডাইঅক্সাইড বা অন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক এটাই যে, সম্প্রতি আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে অতি দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছেন। তাঁরা দ্রুত ও বেশি মুনাফার জন্য বিকল্প শক্তির ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করছেন। ক্ষমতার দম্ভে ভুলে যাচ্ছেন, এ-হেন আত্মঘাতী নীতির কারণে সারা পৃথিবীর মানুষকে খেসারত দিতে হচ্ছে। আশঙ্কা তৈরি হয়েছে মানুষ-সহ জীবকুলের বিনাশের। ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) তৈরি হয়েছিল বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ অনুসন্ধানের জন্য। ধারাবাহিক ভাবে আইপিসিসি প্রতিটি রিপোর্টে পরিবেশে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সতর্ক করে চলেছে। কিন্তু আমেরিকা-সহ শিল্পোন্নত দেশগুলোর সরকার শিল্প ও অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণে বল্গাহীন ছাড়পত্র দিয়ে চলেছে। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিয়ো ডি জেনিরো শহরের সম্মেলন, যা 'আর্থ সামিট' নামেও পরিচিত, পরিবেশ এবং উন্নয়নের নতুন আন্তর্জাতিক নীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটো সম্মেলনেও যোগদানকারী দেশগুলি স্বাক্ষর করেছিল গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ওই ঘোষণাপত্রেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে। উল্টে অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে; এই অভিযোগে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই ধরনের বেপরোয়া কাজকর্ম হয়তো এক দিন বন্ধ হবে, কিন্তু তখন কেউ হয়তো এই গ্রহে বেঁচে থাকবে না।

শব্দবাণ-২৪২

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. বাঁকা করা, বাঁকানো ৩. ২০০ গ্রাম ওজনের এই আম পাকে আষাঢ় মাসে ৬. রাজপ্রাসাদ ৭. স্বর্ণলতিকা, উজ্জ্বল হলুদ রঙের পরগাছা লতা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.দীর্ঘ ও আয়ত ২.শ্রীকৃষ্ণ ৪.ঈশ্বর, ভগবান ৫.প্রতিবাদহীন।

সমাধান: শব্দবাণ-২৪১

পাশাপাশি: ১. খুল্লনা ২. প্রতীক্ষা ৫. মানিত ৮. পড়তা ৯. বিগ্রহ।

উপর-নীচ: ১. খুরলি ৩. ক্ষারিত ৪. জিনিস ৬. আতপ ৭.অসহ।

জন্মদিন

আজকের দিন

জয়া বচ্চন

১৯৪৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও অভিনেত্রী জয়া বচ্চনের জন্মদিন।
১৯৫৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জয়রাম রমেশের জন্মদিন।
১৯৮৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতী স্বরা ভাস্করের জন্মদিন।

সম্পর্ক দূষণ অবক্ষয় ডেকে আনছে

মতিউর রহমান

'দূষণ' শব্দটা শুনলে জল দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদির ধারণা আমাদের মনে আসে। উপরোক্ত দূষণগুলোকে যান্ত্রিক ও আঙ্কিক মাপকাঠিতে হিসাব নিকাশ করে তার একটা পরিসংখ্যান তুলে ধরা যায়। অর্থাৎ জল কতটা দূষিত, বায়ুতে কি পরিমাণ ক্ষতিকর বা বিষাক্ত গ্যাস মিশে আছে বা কত ডেসিবেলের অবাঞ্ছিত শব্দ এসে দূষণ ঘটাচ্ছে তার হিসেব দেওয়া যায়। কিন্তু সম্পর্ক দূষণকে কোন যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করে গাণিতিক হিসেবের মধ্যে ফেলে তার পরিসংখ্যান দেওয়া যায় না। সম্পর্ক দূষণ মানসিক বিষয় । আপাত হিসেবে এই দূষণের মাত্রা তুলে ধরা না গেলেও তার ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যায়। সম্পর্ক দূষণের ভয়ংকর প্রভাব আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাই প্রতিদিনের পরিবার ও জীবন-অভিজ্ঞতায়। বস্তুতপক্ষে, এই দূষণ পারিবারিক ও সমাজ জীবনকে এক গভীর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এক গভীর শূন্যতা, হতাশা ও অসহায়তা অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সীমাহীন গর্বে গর্বিত অহংদীপ্ত আধুনিক জীবন ও সভ্যতাকে।

আমরা মানব সম্প্রদায়। আমরা পরিবারে বসবাস করি। আমাদের অস্তিত্ব, সুখশান্তি নির্ভর করে পরিবারে বসবাসকারী সদস্যদের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক ও নিবিড় বন্ধনের উপর। পারিবারিক জীবনে ভাই-বোন, পিতা-মাতা, দাদা-দিদি, কাকা-কাকিমা, ঠাকুরদা-ঠাকুমার সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু দুঃখ বা পরিতাপের বিষয় হল, পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ক্রমশ আলগা হয়ে যাচ্ছে। হারাচ্ছে আন্তরিকতা, বিশ্বাস, ভালোবাসা। হারিয়ে যাচ্ছে সংবেদনশীলতা, কৃতজ্ঞতাবোধ ও পারিবারিক বোঝাপড়া। আন্তরিকতাহীন, আলগা এই সম্পর্ক এই দূষণকে দিন দিন বাড়িয়ে তুলেছে। আরও একটি বিষয় উল্লেখ করার - আমরা সামাজবদ্ধ জীব। সমাজে আমাদের বসবাস। সমাজের বিভিন্ন সদস্য যথা পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্কের সুতো ক্রমশ আলগা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, মানুষের প্রয়োজনেই সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। সুস্থ সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনই আমাদের অস্তিত্বের বুনিয়াদকে শক্ত ও মজবুত করে। আত্মসুখসর্বস্ব, যান্ত্রিক জীবনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় সেই বন্ধন ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে ছিন্ন-ভিন্ন। সেই কারণে পরিবার ও সামাজিক জীবনে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে এ দূষণ।

অতীতের সেই একান্নবর্তী সুখী পরিবার আর নেই বললেই চলে। বর্তমানে আমাদের জীবন মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এক একটি দ্বীপের মত। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গড়ে উঠেছে নিউক্লিয় পরিবার। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে সম্পর্কের সমীকরণ। হারিয়ে যাচ্ছে সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা। কাকা-কাকি, ঠাকুরদা-ঠাকুমা, বাবা-মা, ভাই-বোন যাদের মধ্যেকার আন্তরিক ভালোবাসা, স্নেহ-মায়া-মমতা, বিশ্বাস ও বোঝাপড়াকে সম্বল করে জীবন-সমুদ্রে সংসার নামক পালতোলা নৌকাটা সব ঝড়-ঝাপটা, সাইক্লোন-টাইফুনকে প্রতিহত করে তরতর করে এগিয়ে যেত, আজ আন্তরিকতাহীনতা ও অবিশ্বাসের ঝোড়ো হাওয়ায় ডুবতে বসেছে। আর্থিক অসমতা বা অসাম্যের কারণে পারিবারিক জীবনে সম্পর্ক দূষণের পরিমাণ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। পরিবারে যদি কেউ বেশি টাকা আয় করে সংসারে তার আধিপত্য ও দাপট প্রতিষ্ঠিত হয়, আর অন্যদিকে যার আয় কম তার উপর নানা কাজের বোঝা চাপে, অনেক সময় তাকে নানা কটু কথা বা অপমান সহ্য করতে হয়। ফলে তিক্ততা বাড়ে, অন্তরের টান বা সৌহার্দ্যের সুতো ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয় । চলে টানাটুনি, ছানা গুনাগুনি। প্রচন্ড ঝগড়াঝাটি, ঝামেলা-অশান্তির কারণে পরিবারে বিভাজন তথা ভাঙন অনিবার্য ভবিতব্য হয়ে ওঠে।

আর সমাজ? সে আজ আর আছে নাকি! একটা সময় ছিল যখন পাড়া-প্রতিবেশীদের বিপদে-আপদে ছুটে যেত মানুষ। কলেরা, ম্যালেরিয়া বা বসন্ত মানুষ যে ব্যাধি বা অসুখেই আক্রান্ত হতো না কেন দিনরাত পরোয়া না করে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াতো। মানুষ ছুটে আসতো আক্রান্তকে ডাক্তার বা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর আজ ব্যক্তি-স্বার্থের স্বঘোষিত কারাগারে স্বেচ্ছাবন্দী মানুষ পাড়া-প্রতিবেশীর বিপদে-আপদে কেন্নর মত নিজেদের গুটিয়ে রাখে। কে কার ঝামেলায় জড়াবে বাবা! দুর্বৃত্তরা দিবালোকে সর্বস্ব লুটে নিলেও নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মজা দেখে মানুষ। কারও উন্নতি বা সুখ সহ্য করতে না পেরে প্রতিবেশীর পতনের জন্য প্রার্থনা করে এযুগের স্বার্থান্ধ বহু মানুষ।

পুরনো একান্নবর্তী পরিবারে যথেচ্ছাচার সেভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি। বাবা-মায়ের উপরে জ্যাঠা, কাকা, দাদু - এক কথায় বয়ঃজেষ্ঠরা শাসন ও আদরের অধিকারে পরিবারের বন্ধনকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখত। স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতার অটুট বন্ধনে বেশ ভালো থাকতো সেদিনের একান্নবর্তী পরিবার। পরিবারের বাইরে পাড়া-প্রতিবেশীর অধিকার ছিল ভালো-মন্দ নির্ণয় করবার। পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সঙ্গতির বৈপরীত্যের মাঝেও এমন ছিল না যে, একজন মাংস-ভাত খাবে আর একজন নিরন্ন থাকবে। একজনের একাধিক বাড়ি থাকলেও অন্যজনের মাথায় ফুটো চালা - এমন অবস্থা একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে ছিল না । শিশু, বৃদ্ধরা নির্যাতিত বা নিপীড়িত হতো না। কালের নিয়মে পরিবর্তনশীল জীবনধারায় আবর্তন ও বিবর্তনের মাধ্যমে যে নিউক্লিয় পরিবারের যুগে আমরা পৌঁছেছি সেখানে কেউ কাউকে সুখের ভাগ দিতে চাই না। কে, কাকে জব্দ করে পরিবারে তার আধিপত্য কায়েম করবে চলে তার রেষারেষি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও কলহ, বাক্যবাণ, চড়-থাপ্পড়ের চলে প্রতিযোগিতা। ভাবখানা এমন যেন প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে জয়লাভের উল্লাস! এই ভাঙাভাঙির মাঝে পড়ে শিশুরা হারাচ্ছে শৈশব। কে ভালো, কে মন্দ — কিছু বুঝে উঠতে পারছেনা। স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা। ফলে তাদের মধ্যে বেপরোয়া মানসিকতা, ঔদ্ধত্য, একগুয়েমি, জেদ প্রবল হয়ে উঠছে। বয়ঃসন্ধির সময়ে শরীর-মনে যখন ব্যাপক পরিবর্তন, যে সময়ে তাদের বাবা-মায়ের সান্নিধ্য একান্ত প্রয়োজন। ছিল তারা তা না পেয়ে বাইরের পরিবেশে ছুটে যাচ্ছে। বন্ধু-বান্ধব, বিড়ি-মদ-গাঁজা — কত না অসৎ সঙ্গে সাঙ্গ হচ্ছে সম্ভাবনাময় জীবনের স্বপ্ন। আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি, সম্পর্ক দূষণের মারাত্মক পরিণতিতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ভবিষ্যত প্রজন্ম?

আমরা যদি একটু অন্যদিকে চোখ ফেরাই দেখব — বর্তমান নিউক্লিয় পরিবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুখী নয়। একটি বা দুটি সন্তানের পরিবারে সন্তানকে সুখী করার জন্য নানাবিধ মূল্যবান সামগ্রী যোগান দেওয়ার পথ বেছে নেন বাবা-মা। এতে হিতে বিপরীত হয়। পত্র-পত্রিকা বা টিভিতে প্রদর্শিত নিত্য-নতুন আনন্দ ভান্ডারের মোহে আরো বেশি মোহিত হয় সন্তান। একসময় চাহিদা এত বেড়ে যায় যে, তার যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না বাবা-মায়ের। তাছাড়া পণ্য সংস্কৃতির কৃত্রিম, ক্ষণিক সুখ সন্তানের জীবন ও চরিত্রের বারোটা বাজিয়ে দেয়। পরিণামে বাবা-মাকে বহুক্ষেত্রে লুকিয়ে কাঁদতে হয়। অপমান, অভিঘাত, ক্ষোভ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। ফলে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সন্তান নিপীড়নে। আত্মসুখসর্বস্ব, স্বার্থান্ধ মানসিকতার নির্মম পরিণতি তথা ভবিষ্যতের কথা একবারও কি ভাববো না আমরা? সম্পর্ক-দূষণের বিষবাষ্প দূরীকরণের পথে হাঁটবো না?

পরিবার ও স্বজনের বাইরে শিশুর যে বিরাট জগৎ রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিদ্যালয়। সেখানেও হাজির হয়েছে সম্পর্ক দূষণের বিষ। শৈশব থেকে বাল্যে পৌঁছানোর সময় যাকে প্রি-অ্যাডলেসেন্স পিরিয়ড বলা হয় সে সময়ে শিশুর শরীর ও মনে নানা পরিবর্তন ঘটে। এ সময় অপমান, নির্যাতন সহ্য হয় না। বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা নৈরাজ্য। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক আর আগের মত নেই। স্নেহ ও শাসনের সুষম বিন্যাসে মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক শিশুকে গড়ে তুলবেন। সে হবে আদর্শ মানুষ। সে হয়ে উঠবে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের সম্পদ। নানাবিধ কারণ তথা ঘটনার ঘনঘটায় — সে গুড়ে আজ বালি! শিশু না শিক্ষক, না পিতামাতা-গুরুজন কাউকে আর মানতে বা সম্মান দিতে চায় না। সম্পর্ক দূষণের অপ্রতিরোধ্য লু বয়ে চলেছে সর্বত্র। শাশুড়ি-বৌমা-ননদ, স্বামী-স্ত্রী-সন্তান, ছাত্র-শিক্ষক-বন্ধু - সর্বত্রই সে লু-এর দুরন্ত দাপট ।

বৃদ্ধাশ্রম সম্পর্ক দূষণের ভয়াবহ, নির্মম পরিণতি। যে বাবা-মা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আত্মসুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে সন্তানকে বড় করল, তিল তিল করে গড়ে দিল তার ভবিষ্যৎ, দাঁড় করে দিল জীবনে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বৌমা-সন্তানের সেই সুখের নীড়ে তার হচ্ছে না এক চিলতে ঠাঁই! এ বড় লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয়। এ প্রজন্ম সত্যিই বড় অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন। একটু ভালোবাসা, সেবা-শ্রুষুষ্যা কি তার প্রাপ্য ছিল না? দুর্বল, অশক্ত, অসহায় মানুষজন যাদের অকৃত্রিম ভালবাসা, আত্মত্যাগ, কষ্ট ও পরিশ্রমে নির্মিত হয়েছে সন্তানের জীবন সম্ভাবনার শক্ত ভীত সেই প্রিয়জনেরা আজ ব্রাত্য! সম্পর্ক দূষণের এই করুণ পরিণতি কি আমাদের বোধের দরজায় কড়া নাড়বে না? ভাবতে হবে সকলকেই।

বৃদ্ধাশ্রম সম্পর্ক দূষণের ভয়াবহ, নির্মম পরিণতি। যে বাবা-মা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আত্মসুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে সন্তানকে বড় করল, তিল তিল করে গড়ে দিল তার ভবিষ্যৎ, দাঁড় করে দিল জীবনে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বৌমা-সন্তানের সেই সুখের নীড়ে তার হচ্ছে না এক চিলতে ঠাঁই! এ বড় লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয়। এ প্রজন্ম সত্যিই বড় অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন। একটু ভালোবাসা, সেবা-শ্রুষুষ্যা কি তার প্রাপ্য ছিল না? দুর্বল, অশক্ত, অসহায় মানুষজন যাদের অকৃত্রিম ভালবাসা, আত্মত্যাগ, কষ্ট ও পরিশ্রমে নির্মিত হয়েছে সন্তানের জীবন সম্ভাবনার শক্ত ভীত সেই প্রিয়জনেরা আজ ব্রাত্য! সম্পর্ক দূষণের এই করুণ পরিণতি কি আমাদের বোধের দরজায় কড়া নাড়বে না? ভাবতে হবে সকলকেই।

নৈতিক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রসার এ সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। সুশিক্ষা, মুক্ত উদার মানসিকতা, মূল্যবোধের চর্চা, চেতনার বিকাশ অত্যন্ত জরুরী। আমাদের চিন্তা ও ভাবনার অন্দরে প্রবেশ করুক বোধের আলো। স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসা, সহনশীলতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলার চর্চা হোক চারিদিকে। শিল্পকলা, সংস্কৃতির চর্চা বোধের বিস্তার ঘটাতে সহায়ক। ধর্মীয় নীতিমালার নিয়মিত চর্চাও বিবেকের দৈনতা দূর করতে সাহায্য করবে। আসুন, আমরা সবাই হাতে হাত মিলিয়ে দূর করি সম্পর্ক দূষণ। অন্ধকার সময়ের কুয়ো থেকে তুলে আনি হারানো আলোর দ্যুতি।

আনন্দকথা

''ভক্তের ভাব কিরূপ জানো? হে ভগবান, 'তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস', 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান, আবার 'তুমি আমার পিতা বা মাতা'। 'তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ।! ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে 'আমি ব্রহ্ম।'

''যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতেচেষ্টা করে। উদ্দেশ্য— জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হয়ে ধ্যানচিনা করে।

''কিন্তু একই বস্তু। নাম-ভেদমাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান।''

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি।।

(মহানির্বাণতন্ত্র, চতুর্থোল্লাস, ১৫)

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ডিএলএডে অনুমোদন বহির্ভূতদের রেজিস্ট্রেশনের অভিযোগ

কলেজে তালা দিয়ে ক্ষোভ চাকরিরত শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ ঘাটবাওড় বিভূতিভূষণ ডিএলএড কলেজে অনুমোদন বহির্ভূত চাকরিরতদের রেজিস্ট্রেশন করানোর অভিযোগ, তালিকাভুক্তদের রেজিস্ট্রেশন করানোর দাবিতে কলেজ গেটের তালা দিয়ে ক্ষোভ জানাল চাকরিরত শিক্ষার্থীরা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তালিকা অনুসারে চাকরিরত ৫০ শিক্ষক বনগাঁ ঘাটবাওড় বিভূতিভূষণ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থাতে ডিএলএড করার জন্য ভর্তি হয়েছিল।

চাকরিরত শিক্ষকদের অভিযোগ, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের ৫০ জনের তালিকা অতিক্রম করে মোট ৭৩ জন ছাত্রকে ভর্তি করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং যোগ্যতা অনুসারে যাদের তালিকায় প্রথম দিকে নাম রয়েছে তাদের রেজিস্ট্রেশন না করিয়ে পরে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের রেজিস্ট্রেশন করানো হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশন না হওয়ার কারণে মঙ্গলবার কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে চাকরিরত শিক্ষার্থীরা। কলেজ গেটে তালা দিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা।

এই বিষয়ে আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, 'কলেজ কর্তৃপক্ষ কী স্বার্থে ৫০ জনের বেশি ছাত্রকে ভর্তি করিয়েছে তা আমাদের জানা নেই। আমরা যারা প্রকৃত প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে তালিকাভুক্ত তাদের রেজিস্ট্রেশন না করিয়ে পরে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের কেন রেজিস্ট্রেশন করানো হচ্ছে সেই বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনও উত্তর দিচ্ছে না। আমাদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা না করলে আমরা আমরণ অনশন করব কলেজ গেটে।' এই বিষয়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গুণধর মৃধা জানিয়েছেন, 'একটা সমস্যা হয়েছিল আমরা সমাধান করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। তালিকা বহির্ভূত ভর্তি নেওয়াটা ঠিক হয়নি।'

সুপ্রিম নির্দেশে ৪ শিক্ষিকার চাকরি নেই, সমস্যায় হেলেঞ্চা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: হেলেঞ্চা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অঙ্ক ও ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষিকা শূন্য নবম দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগ কেমন ভাবে চলবে তা নিয়ে চিন্তায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা।

উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার হেলেঞ্চা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ১১০০ ছাত্রী ৩ জন প্যারা টিচার মিলিয়ে ২৯ জন শিক্ষিকা ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৪ শিক্ষিকার চাকরি গিয়েছে ৩ প্যারা টিচার ধর্মঘটের জন্য স্কুলে আসছে না। চাকরি গিয়েছে একজন গ্রুপ সি কর্মীর। স্কুলে ইউনিট টেস্টের পরীক্ষা চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকাকে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার চিন্তার বিষয় স্কুলে ৩ জন অংকের শিক্ষিকা ছিল ও ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষিকা ছিল একজন। এই চারজনের চাকরি চলে যাওয়ায় বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার খাতা দেখবে কারা এবং পরীক্ষার পরে বিজ্ঞান বিভাগের ক্লাস করাবে কারা তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে প্রধান শিক্ষিকা এবং একজন গ্রুপ সি কর্মচারী না থাকার কারণে কাজ করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের।

এই বিষয়ে হেলেঞ্চা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শিলা বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মোট পাঁচজনের চাকরি দিয়েছে ৪ জন শিক্ষিকা ও একজন গ্রুপ সি কর্মচারী।স্কুল চালাতে সমস্যা হচ্ছে আমাদের। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। পরীক্ষা চালানো গেলেও পরীক্ষার পরে নবম ও দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ক্লাস কেমন ভাবে চলবে তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি।' অন্যদিকে স্কুলের সহ শিক্ষিকা অপর্ণা গোলদার জানাচ্ছেন, 'পরীক্ষা চলছে ছাত্রীদের অসুবিধার কথা ভেবে আমরা চালিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু স্কুল চালাতে খুব সমস্যা হচ্ছে। আমরা চাই সঠিক বিচার হয়ে যোগ্যরা কাজে ফিরুক। আমাদের সহকর্মীদের চেয়ারগুলো ফাঁকা রয়েছে দেখে খুব খারাপ লাগছে।'

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কেকেএসসির মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: পেট্রোল, রান্নার গ্যাস, নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষুধপত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মঙ্গলবার শ্রমিক সংগঠন কেকেএসির উদ্যোগে করা হয় মিছিল ও প্রতিবাদ সভা। কর্মসূচিটি হয় ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়ার শামসুন্দরপুর কোলিয়ারি এলাকায়। সংগঠনের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে আনন্দমোর থেকে পুলিশ নাকা সংলগ্ন পেট্রোল পাম্প ঘুরে মিছিলটি শেষ হয় শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারিতে। সংগঠনের কার্যালয়ের সামনেই হয় প্রতিবাদ সভা। উপস্থিত ছিলেন উখরা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শরণ সাইগল, প্রাক্তন উপপ্রধান রাজু মুখোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সদস্যা কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ শ্রমিক সংগঠনের সমর্থকেরা। কেকেএসসি সংগঠনের শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারির শাখা সম্পাদক সৌমিক মজুমদার বলেন পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাস, ঔষুধের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এদিনের এই কর্মসূচি বলে জানান তিনি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

SBI এসবিআই আরবিও IV, তমলুক (১৪৮৮৪)
তমলুক সালগাছিয়া, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৬৩৬
ইমেল : sbi.14884@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নে উল্লিখিত মতে এক কর্মীর নাম এবং বিস্তারিত এর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ব্যাঙ্কের পক্ষে কিন্তু একাধিক নোটিশ প্রেরণ সত্ত্বেও তার স্বীকৃতি করা হয়নি। শৃঙখলাভঙ্গের এবং তার বিরুদ্ধে অনিয়মের ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত প্রক্রিয়া ব্যবস্থা সম্বলিত পত্র দামোদরপুর ঘাঘরা শাখা (৯৮৮৯) অবন্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। সংশ্লিষ্ট কর্মী নিমতৌরী, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর অঞ্চল থেকে ২০.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে বেপাত্তা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তমলুক থানায়, পূর্ব মেদিনীপুর- এফআইআর নং ৯৩০ তারিখ ২১.১০.২০২৪ দায়ের করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে বেপাত্তা পুরুষের খোঁজে তল্লাশী চালানো সত্ত্বেও কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট কর্মীকে তার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা যা তার নথিভুক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছে উল্লেখ্য পত্র নং **আরবিও/টিএএম/এইচআর/০১** তারিখ ০৭.০৪.২০২৫, সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলাভঙ্গের ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৫ দিনের মধ্যে কোনও উত্তর কর্মীর পক্ষে পাওয়া না গেলে পরবর্তী কোনও যোগাযোগ / উল্লেখ ব্যতীতই শঙখলা রক্ষা কর্তৃপক্ষ একতরফাভাবে শৃঙখলাভঙ্গের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন।

ক্রম নং	কর্মীর নাম এবং তার ঠিকানা	কর্মীর ছবি
১.	**নাম : দীপায়ন পাল,** অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, তমলুক রেলওয়ে স্টেশন শাখা। ঠিকানা : প্রযত্নে : রঞ্জন কুমার পাল, সলপ, পূর্বপল্লি, হাওড়া।	

তারিখ : ০৯.০৪.২০২৫
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
এসবিআই আরবিও IV, তমলুক

বিজ্ঞপ্তি
মেসার্স অ্যাম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U23100WB2009PTC138958
রেজি. অফিস- ১৩/২এ, প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, থানা-ভবানীপুর, এনএ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০২৬ (এটি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদ নয় এবং দেউলিয়া শুরুর তারিখ অনুসারে চালু নয়)
মেসার্স অ্যাম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের লিকুইডেটর কর্তৃক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ এবং হেফাজত অধিগ্রহণ

আপনার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কোর্ট-II কর্তৃক প্রদত্ত ০৩.১২.২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে সিপি নং **((IB)/164(KB)2022)** মেসার্স অ্যাম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের দেউলিয়া শুরু হয়েছে এবং শ্রী সন্দীপ কেজরিওয়ালকে লিকুইডেটর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। আরও ০৭.০৩.২০২৫ তারিখের আদেশ অনুসারে, মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কোর্ট-II বিজেন্দ্র শর্মাকে (স্বাক্ষরকারী) মেসার্স অ্যাম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের (কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা) লিকুইডেটর হিসেবে নিযুক্ত করেছে। উপরোক্ত আদেশ অনুসারে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ডিরেক্টর বোর্ড, মূল ব্যবস্থাপক কর্মী এবং অন্যান্য অংশীদারদের সমস্ত ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং এখন তা লিকুইডেটরের উপর ন্যস্ত।

দেউলিয়া ও দেউলিয়া কোড, ২০১৬ (এরপরে 'কোড' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ৩৫(১)(খ) এর শর্তাবলী অনুসারে, লিকুইডেটর কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদ, সম্পত্তি, প্রভাব এবং কার্যকর দাবির হেফাজত এবং নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের দায়িত্বে ন্যস্ত। ধারা ৩৬ (২) অনুসারে, লিকুইডেটর লিকুইডেশন এস্টেট ধারণ করবেন যার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি থাকবে -

ক) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার মালিকানার অধিকার আছে এমন যেকোনো সম্পদ, যার মধ্যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ব্যালেন্স শিটে বা রেজিস্ট্রিতে তথ্য বা রেকর্ডে প্রমাণিত সমস্ত অধিকার এবং স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত, অথবা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সিকিউরিটি রেকর্ডিং করে এমন কোনও ডিপোজিটরি বা বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্য কোনও উপায়ে, যার মধ্যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার যেকোনো সহায়ক প্রতিষ্ঠানে থাকা শেয়ার অন্তর্ভুক্ত;
খ) এমন সম্পদ যা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দখলে থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে অসীমায়িত দায়বদ্ধ সম্পদ নয়
গ) লেনদেন যোগ্য সম্পদ; স্থাবর বা অস্থাবর যাই হোক না কেন
ঘ) অলেনদেন যোগ্য সম্পদ; সিকিউরিটিজ (কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠানে থাকা শেয়ার সহ) এবং আর্থিক উপকরণ, বীমা পলিসি, চুক্তিগত অধিকার সহ কিন্তু মেধা সম্পদ অধীন নয়
ঙ) আদালত বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মালিকানা নির্ধারণ সাপেক্ষে সম্পদ;
চ) এই অধ্যায় অনুসারে লেনদেন এড়ানোর জন্য মামলার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা যেকোনো সম্পদ বা তাদের মূল্য
ছ) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার এমন কোনো সম্পদ যার বিষয়ে একজন সুরক্ষিত পাওনাদার নিরাপত্তা স্বার্থ ত্যাগ করেছেন
জ) দেউলিয়া শুরু হওয়ার তারিখে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার মালিকানাধীন বা তার উপর ন্যস্ত অন্য কোনো সম্পত্তি;
অ্যাম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের (উপরে উল্লেখিত) যেকোনও সম্পত্তির মালিকানাধীন ব্যক্তিকে ১৬.০৪.২০২৫ তারিখের মধ্যে বা তার আগে লিকুইডেটরের কাছে এই সম্পত্তি হস্তান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিএমএ বিজেন্দর শর্মা
লিকুইডেটর মেসার্স অ্যাম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-003/IP-N00003/2016-2017/10022
দিল্লি অফিসে যোগাযোগের ঠিকানা
ভিআরএসএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি
বিল্ডিং নং ১১, ৪র্থ তল, হরগোবিন্দ এনক্লেভ, বিকাশ মার্গ, দিল্লি-১১০০৯২
কলকাতা অফিস - জিডি-৯৬, সল্ট লেক সিটি, সেক্টর-৩, কলকাতা-৭০০১০৬
প্রক্রিয়া ই-মেইল আইডি : cirp.acipl@gmail.com রেজি. মেইল আইডি vijender@vsa.net.in
তারিখ : ০৯.০৪.২০২৫ ফোন : ০১১-৪১৫৭৮৪১০
স্থান : কলকাতা এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত

IDBI BANK আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
যাদবপুর শাখা (এসওএল - ১৬৭৭)
স্বর্ণ অলংকার নিলামের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্বর্ণ অলংকার নিলাম নিমিত্ত প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। ব্যাঙ্ক প্রেমিসেস ২৭সি, রাজা এস সি মল্লিক রোড, পো : যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, থানা : যাদবপুর, কলকাতা, পিন : ৭০০০৩২ ঠিকানায় ১৬.০৪.২০২৫ তারিখ বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১১.৩০ টা এবং পরবর্তী সময়ে সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	অলংকার	নিট ওজন	মোট ওজন
১.	লোন অ্যাকাউন্ট নং ১ : ১৬৭৭৬৭১১০০০০৩৬২৯	**পূজা মন্ডল,** স্বামী পঞ্চানন মন্ডল, ক্ষুদিরাম সরণি শিবকালী, মন্দির রাজীন্দ্রনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ), ৭০০০৬৫	বালা ২ টি	৫৮.৩৭ গ্রাম	৩৫ গ্রাম
	লোন অ্যাকাউন্ট নং ২ : ১৬৭৭৬৭১১০০০০৩৬৪৩		বালা ২ টি	৫৭.১৩ গ্রাম	৩৪ গ্রাম
২.	লোন অ্যাকাউন্ট নং : ১৬৭৭৬৭১১০০০০৩৭১১	**অর্পিতা ঘোষ,** ২৩ এস ভি রোড, উত্তর দমদম, দমদম, উত্তর চব্বিশ পরগনা (পব) পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৫১	বালা ৪ টি আংটি ১ টি	১১২.৯৫ গ্রাম, ৩.১০ গ্রাম	৬৬ গ্রাম, ২.৯ গ্রাম

ব্যাঙ্ক নির্ধারিত বিক্রয় নিয়ম এবং শর্তাদি অধীন সাপেক্ষে নিলাম সম্পাদিত হবে, সংশ্লিষ্ট নিময় ও শর্তাদির একটি কপি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি এর যাদবপুর শাখার নোটিশ বোর্ডে ০৩.০৪.২০২৫ থেকে ১১.০৪.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রদর্শিত হবে এবং আগ্রহী পক্ষগণ তার উল্লেখ করতে পারেন। একজন ডাকদাতা যিনি নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্যক অবহিত আছেন বলে ধরে নেওয়া হবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১১.০৪.২০২৫। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে শাখায় যোগাযোগ করুন।

তারিখ : ০৯.০৪.২০২৫ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, যাদবপুর শাখা

SBI State Bank of India, Regional Business Office-I, Berhampore — PREMISES REQUIRED ON LEASE

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ -১, কলকাতা
নাগাল্যান্ড হাউস, ৯ম তল, ১১ এবং ১৩, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩ ২২৮০ ৩০৯৮, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮১ ০৬২২, ইমেল আইডি : sbi.04151@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : শ্রীদীপ ব্যানার্জি, ই-মেল : clo5.04151@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭ ১২১৪৭

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৪.০৫.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত **১৪.০৫.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত (ওয়েবসাইট : https://baanknet.com মাধ্যমে) 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৫,১৩,২৮,৬৬৪.৭৮ টাকা** (পাঁচ কোটি তেরো লাখ আঠাশ হাজার ছশো চৌষট্টি টাকা এবং আটাত্তর পয়সা) **২০.০২.২০২৫ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত সুদ এবং চার্জ সহ** জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) এবং নর্থ ইস্টার্ন ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশন লি. কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **আয়ুরসুন্দ্রা হসপিটালস (গুয়াহাটি)- প্রাইভেট লি.-এর জামিনদাতাগণ (সিআইআরপি অধীন ঋণগ্রহীতার অবস্থান মুক্ত), যেমন শ্রী অভিজিৎ হাজারিকা (ব্যক্তিগত জামিনদাতা), শ্রীমতী বন্দনা সিনহা হাজারিকা (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** ...

বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others এবং https://baanknet.com দেখুন
তারিখ : ০৯.০৪.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই এইচএলসি, কল্যাণী শাখা (৬৪২২০) — পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
ইমেল : sbi.64220@sbi.co.in
... সম্পত্তি শ্রী সুকল্যাণ দাস, পিতা শ্রী শঙ্কর কুমার দাস এর নামে।
তারিখ - ০৪.০৪.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - কল্যাণী, নদিয়া স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)) **দখল নোটিশ** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ ...
তারিখ- ০৩.০৪.২০২৫, স্থান- কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড
CIN : L15122WB2007PLC162762
রেজিঃ অফিস: হায়াত রিজেন্সি কলকাতা, জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬, পঃবঃ, ভারত
ফোন: ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৪/১৩৪৬, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬,
ইমেল আইডি: investorrelations@ahleast.com; ওয়েবসাইট: www.ahleast.com
পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("**অ্যাক্ট**") এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এর বিধান এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত অধীনে নোটিশ ("**রুলস**"), ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে এমসিএ দ্বারা জারি করা সাধারণ সার্কুলার এই বিষয়ে অন্যান্য সার্কুলারগুলির সাথে পড়া হয়েছে (পরবর্তীতে সম্মিলিতভাবে "**এমসিএ সার্কুলার**" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড - ২ ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪, যেমন সংশোধিত ("**এলওডিআর রেগুলেশনস**") এবং অন্য যেকোন প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধান (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) সহ বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি), আপাতত বলবৎ), নিম্নোক্ত রেজোলিউশনগুলি ডাকের মাধ্যমে এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেডের সদস্যদের ("কোম্পানি") অনুমোদনের জন্য সাধারণ রেজোলিউশন এবং বিশেষ রেজোলিউশন হিসাবে পাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে শুধুমাত্র পোস্টাল ব্যালট মাধ্যমে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ভোট দিয়ে ("**দূরবর্তী ই-ভোটিং**") :

ক্রম নং	রেজোলিউশনের বর্ণনা
১.	শ্রী উমেশ শরাফ (ডিন ০০০১৭৯৮৫) কোম্পানির জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে পুনরায় নিয়োগ এবং পারিশ্রমিক প্রদান
২.	শ্রী অরুন কুমার শরাফ (ডিন ০০৩৩৯৭৭২) কোম্পানির জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে পুনঃ নিয়োগ এবং পারিশ্রমিক প্রদান
৩.	শ্রীমতী স্বাতী সিংঘানিয়া (ডিন - ০৩৬১০৯০৩) কোম্পানির নন-একজিকিউটিভ স্বাধীন মহিলা ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQS)এবং www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা কল করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা পাঠান শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল এবং/অথবা শ্রী অমিত বিশাল, ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনএসডিএল evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ।
এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা সৌমেন চ্যাটার্জি
তারিখ : ৯ এপ্রিল ২০২৫ চিফ লিগ্যাল অফিসার এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

Bank of Baroda বैंक ऑफ़ बड़ौदा
ঠাকুরপুকুর শাখা
নিমন্ত্রণ ভিলা, ১৪৮/৩, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৬৩, ফোন নং- (০৩৩) ২৪৩৮১২৮৫।
ইমেল আইডি: thakol@bankofbaroda.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট -এ
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি 'পরিশিষ্ট -৪-এ' গু রুল ৬(২) এবং ৮(৬) -এর বন্দোবস্ত দেখুনগ্ন
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬ (২) এবং ৮ (৬) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধকদাতাগণকে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি যা সুরক্ষিত ক্রেডিটারের কাছে বন্ধকীকৃত চার্জড আছে যার দখল সুরক্ষিত ক্রেডিটর ব্যাঙ্ক অফ বরোদার অনুমোদিত আধিকারিক নিয়েছেন তা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অ্যাকাউন্টসমূহ থেকে বকেয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে। ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) এবং জামিনদার (গণ)/সুরক্ষিত সম্পদ/বকেয়া/সংরক্ষিত মূল্য/ই-অকশন, তারিখ ও সময়, ইএমডি এবং দর বৃদ্ধির পরিমাণের বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হল :

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা, যদি থাকে সহ স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-অকশনের তারিখ ও সময়	রিজার্ভ মূল্য / ইএমডি পরিমাণ / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	দখলের অবস্থা (প্রতিকী/ বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১.	মিসেস ফতেমা বিবি (ঋণগ্রহীতা) বাসস্থান- ১২২/৫, বাসুদেবপুর রোড, সরসুনা, পোস্ট অফিস- সরসুনা, থানা - ঠাকুর পুকুর ...	দক্ষিণ-পূর্ব পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রথম ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং **১বি** -এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার পরিমাপ প্রায় **৭৫০ বর্গফুট,** এর মধ্যে ২টি শয়নকক্ষ, ১টি ডাইনিং-কাম রান্নাঘর, ১টি টয়লেট, ১টি ডব্লিউসি এবং ১টি বারান্দা রয়েছে ...	২১,২৮,২১২.০০ টাকা (এক লক্ষ আঠাশ হাজার দুইশো বারো টাকা মাত্র) ২৮.১১.২০২৪ তারিখে ...	২০.০৫.২০২৫ দুপুর ২.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত	২০,২৫,০০০/- টাকা; ২,০২,৫০০/- টাকা; ১০,০০০/- টাকা	বাস্তবিক	১৩.০৫.২০২৫ বিকাল ৩.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৫.০০ টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অফিসার ...

তারিখ: ০৯.০৪.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: ঠাকুরপুকুর ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে অবরোধ তুলতে অগ্নিগর্ভ রঘুনাথগঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথগঞ্জ: ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবি জনবিক্ষোভ। আর সেই বিক্ষোভ অবরোধ তুলতে গিয়ে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল রঘুনাথগঞ্জ থানার উমরপুর। অবরোধকারী উত্তেজিত জনতার সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। পুলিশকে লক্ষ্য করে চলে ইট বৃষ্টি। পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চার্জ করে। কাঁদানি গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিশ। উত্তেজিত জনতা পুলিশের দুটি গাড়িতে আগুন ধরায়। ঘটনায় দুই পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন বলে আপাতত পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। জঙ্গিপুর পুলিশ

জেলার সুপার আনন্দ রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে রয়েছে।

ওয়াকফ প্রত্যাহারের দাবিতে গত দুদিন থেকে উত্তেজনা ছড়িয়েছে জঙ্গিপুর পুলিশ। সুতি, সামশেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছিল। পুলিশ কড়া হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছিল। মঙ্গলবার দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ থানার উমরপুরে ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে বিশাল মিছিল করেন স্থানীয় মানুষ। ওয়াকফ বিল প্রত্যাহার না হলে আগুন জ্বলবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

এদিন বিল প্রত্যাহারের দাবিতে কয়েকশো মানুষ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু। অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান বিক্ষোভকারীরা। এরপর উত্তেজিত জনতা পুলিশকে লক্ষ করে চলে ইট বৃষ্টি। জনতা ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। কার্যত জনতা পুলিশে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। কাঁদানে গ্যাসের, সেল ফাটালে উত্তেজিত জনতা পুলিশের দু'টি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চলছিল অবরোধ। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলে খণ্ডযুদ্ধ। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে দাবি পুলিশ প্রশাসনের। দু'জন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। কাঁদানে গ্যাসে প্রায় জখম বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী। প্রায় তিন ঘণ্টা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের অন্যতম যোগাযোগের রাস্তা ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বহরমপুর থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী পাঠানো হয়।

নিয়োগ বাতিলের জেরে পুরুলিয়ার স্কুলগুলিতে চরম শিক্ষক সংকট

হাল ধরলেন বৃত্তিমূলক শাখার শিক্ষকরা

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

নিয়োগ বাতিলের জেরে শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হতেই বেসামাল অবস্থা পুরুলিয়ার বেশিরভাগই বিদ্যালয়গুলিতে। কোনও স্কুলে ১ জন আবার কোনও কোনও স্কুলে ২, ৩, ৪, ৫ জনের শিক্ষকের চাকরি বাতিল হওয়ার ঘটনায় পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে উঠেছে যে এই মুহূর্তে জেলার বেশিরভাগই বিদ্যালয়গুলিতে ইউনিট টেস্টে গার্ড দেওয়া থেকে ক্লাস নেওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্ব দিয়েছেন বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকারা ভোকেশনাল শিক্ষক শিক্ষিকাদের। যার পরিপ্রেক্ষিতে বৃত্তিমূলক শাখার শিক্ষক শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এগিয়ে এসে বিদ্যালয়ের সাধারণ বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাস নেওয়া থেকে পরীক্ষাতে গার্ড দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে বিদ্যালয়ের বেসামাল অবস্থায় পাশে দাঁড়িয়েছেন।

গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের গোটা প্যানেল বাতিল হয়েছে। এমত অবস্থায় রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি পুরুলিয়া জেলাতে ৪৫০ জনের থেকেও বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা চাকরি হারিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনের পর সামান্য অক্সিজেন মিললেও সামাজিক অসম্মানের আবহ থেকে বেরোতে পারছেন না অনেকেই। ইতিমধ্যেই পুরুলিয়ার বিজ্ঞান কেন্দ্রের সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হতাশায় ভেঙে পড়েন বাতিলের তালিকায় থাকা শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা।

তালিকায় রয়েছেন পিএইচডি করা সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মেধা তালিকায় থাকা ইংরেজিতে সারা রাজ্যের মধ্যে প্রথম শুভাশিস পান, ইতিহাসে রাজ্যের মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকারী রঞ্জন মাহাত। এই সব মেধাবী ছাত্ররাও এই তালিকায় রয়েছেন। তাদের আর চাকরি নেই। এমতবস্থায় জেলাজুড়ে স্কুলে স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকাদের অভাবে বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকারা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের ভোকেশনাল শিক্ষক শিক্ষিকাদের দায়িত্ব দিয়ে সাধারণ বিভাগের ক্লাস নেওয়া থেকে পরীক্ষাতে গার্ড দেওয়া পর্যন্ত সবটাই দায়িত্ব দিচ্ছেন। যার ফলে বৃত্তিমূলক শাখার শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের পার্টটাইম হয়েও সময়ের থেকেও বেশি সময় দিতে হচ্ছে।

এমতবস্থায় পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকের চেলিয়ামা বিসি গার্লস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তিমূলক শাখার পার্টটাইম ইংরেজি শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী বলেন, 'আমি বৃত্তিমূলক শাখার একজন পার্টটাইম শিক্ষক। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের বিদ্যালয়ের সাধারণ বিভাগে শিক্ষক শিক্ষিকা সংকট দেখা দেওয়ায় আমরা ভোকেশনাল শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ের সাধারণ বিভাগের ক্লাস নেওয়া থেকে পরীক্ষাতে গার্ড দেওয়া সবটাই করে যাচ্ছি স্কুল তথা ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থে। সরকার পরিচালিত বৃত্তিমূলক শিক্ষক শিক্ষিকারা আন্তরিক ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে সরকার তথা প্রধান শিক্ষিকা যাতে কোনও মতেই অসুবিধায় না পড়ে ও পঠনপাঠন সঠিক ভাবে চলতে থাকে।'

রঘুনাথপুর ১ব্লকের গদিবেড়ো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সন্তোষ মণ্ডল বলেন, 'নিয়োগ বাতিলের জেরে আমাদের স্কুল থেকে ৩জন শিক্ষকের নাম রয়েছে বাতিলের তালিকাতে। আমাদের বিদ্যালয়ে মোট ৩৭ জন শিক্ষক শিক্ষিকা থাকা দরকার। কিন্তু বর্তমানে রয়েছে ২০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা। তার ওপর নিয়োগ বাতিলের জেরে আরও ৩ জন শিক্ষক বাতিল হওয়ায় ভীষণ অসুবিধার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় চলছে। তবে বৃত্তিমূলক শাখার শিক্ষক শিক্ষিকারা ক্লাস নেওয়া থেকে পরীক্ষাতে গার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করায় অনেকটাই সুবিধা হচ্ছে।'

এই বিষয়ে রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশ্বজিৎ হেমব্রম বলেন,'বৃত্তিমূলক শাখার শিক্ষক শিক্ষিকারা এমনিতেই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ করেন। এখন এই জটিল পরিস্থিতিতে তারা আরও বেশি করে সময় দেওয়ার জন্য প্রত্যেক ভোকেশনাল শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই।'

পকসো এবং আদিবাসী নির্যাতন আইনে ১১ মাসে বিচার শেষে অভিযুক্তকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: এগারো মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে অভিযুক্তকে কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। পকসো এবং আদিবাসী নির্যাতন ধরায় রুজু হওয়া এই মামলায় বিচার পেল নাবালিক। মাত্র এগারো মাসে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পকসো এবং আদিবাসী নির্যাতন আইনে অভিযুক্ত এক যুবককে কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল ঝাড়গ্রামের দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক। একই সঙ্গে অভিযুক্তকে ছয় হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও একমাসের কারাবাস ভোগ করতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ঘটনাটি ঘটেছে জামবনি থানা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের ৪ঠা মে, জামবনি থানায় এক নাবালিকা অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগে জানানো হয়, জামবনি থানার দহিচাকুরিয়া গ্রামের সমীর মাহাতো নামক যুবকের সঙ্গে তার ছয় মাসের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের আড়ালে অভিযুক্ত সমীর, বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার নাবালিকার সঙ্গে সহবাস করে। এর ফলে নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে সমীর বিয়ে করতে অস্বীকার করে এবং প্রতারণা করে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় জামবনি থানায় পকসো আইন ও আদিবাসী নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে মামলা রুজু হয়। মামলার তদন্তভার দেওয়া হয় ঝাড়গ্রামের এসডিপিও সামিম বিশ্বাসের উপর। তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেন তিনি এবং দ্রুত চার্জশিট প্রস্তুত করে আদালতে জমা দেন ১৩ই জুন ২০২৪ তারিখে। এরপর দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ৩০ জুলাই ২০২৪ তারিখে চার্জ গঠন হয়, এবং ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। মোট ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে আদালত। ট্রায়াল মনিটরিং সেলের তৎপরতায় মাত্র এগারো মাসে অভিযোগ জমা থেকে রায়দানের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের দ্বিতীয় এডিজে আদালত অভিযুক্ত সমীর মাহাতোকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। এই দ্রুত বিচার এবং কঠোর শাস্তি সমাজে নজির স্থাপন করল বলেই মত আইনি মহলের।

‘ঘাটের ছবি ছবির হাট’ নামক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শুধুমাত্র গঙ্গাই নয় তার সাথে সেদিন ছিলো সরস্বতীর বয়ে চলা। নদীর সাথে একটা সময় গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন নামের গঙ্গার ঘাট। বৈচিত্র্যময় ঘটনার সাক্ষী ছিল সেই সমস্ত ঘাটগুলো। সময়ের জোয়ারে ঘাট ছেড়ে জল গড়িয়ে গিয়েছে অনেক দূর। কোথায় কত দূর পৌঁছেছে তা, বা তার জন্ম পরিচয়, বর্তমানে সে আছেই বা কেমন, সবটা নিয়েই ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হচ্ছিল তথ্যচিত্র। চলছিল সে কাজ অনেকদিন ধরেই।

চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাটের উদ্যোগে ‘ঘাটের ছবি ছবির হাট’ শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে ব্যান্ডেলের পিআরসি হলে সাত ঘাটের তথ্যচিত্র দেখানো হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিতে ছোটবেলাকার কাগজের নৌকো ভাসানো হল পাত্রের জলে। নৌকো ভাসিয়ে সূচনা করলেন মহকুমা শাসক(সদর) স্মিতা সান্যাল শুক্লা এবং চিকিৎসক রমেন্দ্রনাথ ঘোষ। নৌকো ভাসানোর সঙ্গে শঙ্খধ্বনি মোমবাতি জ্বালানো, সুতপা পাহাড়ির গাওয়া গান ‘নাও ছাড়িয়া দে, পাল উড়াইয়া দে’র পরেই তথ্যচিত্রের পর্দায় বকুলতলা ঘাটের চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাটের জন্মকথার তথ্যচিত্র, সবটা মিলে মিশে এক সুন্দর বাতাবরণের আবহ তৈরি হয়েছিল প্রদর্শনী কক্ষটি জুড়ে। যথোপযুক্ত সঞ্চালনায় ছিলেন রতি চক্রবর্তী। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাট্য অভিনেতা অমল চক্রবর্তী, চিত্রশিল্পী সোমনাথ ব্যানার্জি, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অতনু বসু প্রমুখ।

এরপরেই দেখানো হয় গুপ্ত বারাণসী ঘাট, যেটা সরস্বতী নদীর পারে ডানকুনিতে অবস্থিত। সেদিনের আরো ছ'টি ঘাটের মধ্যে ছিল ব্যান্ডেলের চাঁদনীঘাট, চুঁচুড়ার শ্যামবাবুর ঘাট, ষাণ্ডেশ্বর তলা ঘাট, বাবুগঞ্জ শ্মশান ঘাট, জোড়া ঘাট, বকুলতলা ঘাট।

স্টেডিয়ামের মাঠ পরিদর্শনে সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: কোতুলপুর বিবেকানন্দ মাঠে, বিষ্ণুপুর লোকসভার বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এসেছিলেন সেখানে একটি বিরাট মাপের স্টেডিয়াম স্যাংশন হয়েছে সাংসদ তহবিল থেকে সেই মাঠটি ঘুরে দেখলেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।

বিবেকানন্দ ক্লাবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ সংসদ কথা বলেন কীভাবে স্টেডিয়াম হবে এবং স্টেডিয়াম কবে থেকে চালু হবে সেইসব বিষয় নিয়ে। সাংসদ তহবিল

থেকেই তার এই প্রজেক্টটি তিনি করাবেন এটুকু জানা যাচ্ছে। তবে কোতুলপুর এলাকার মানুষজনের দীর্ঘদিনের আশা ছিল যে কোতুলপুরে একটি স্টেডিয়াম হোক। অবশেষে সেই আশা পূরণ হচ্ছে তাতে ক্লাব কর্তা থেকে কোতুলপুরবাসী সবাই খুশি।

এই স্টেডিয়ামের জন্য মাঠ দেখতে এসে সাংসদ, বিবেকানন্দ মাঠের মধ্যে একটি জিম সেন্টারে বেশ কিছুক্ষণ জিমও করেন, তার পাশাপাশি ওই ক্লাবের মাঠে চলা ফুটবল কোচিংয়ে যে বেশ কিছুক্ষণ পায়ে ফুটবল নিয়েও খেলতে দেখা যায়। ক্লাবের মাঠে অপরদিকে ক্রিকেট কোচিং চলছিল ক্রিকেট কোচিংয়েও বেশ কিছুক্ষণ ক্রিকেট খেলতে দেখা যায় ছেলেদের সঙ্গে। বেশ কিছুক্ষণ ব্যাট করেন সৌমিত্র খাঁ।

মেদিনীপুরে চাকরিহারাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মঙ্গলবার মেদিনীপুর শহরের রাস্তায় নেমে ফের প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হলেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শহরের কলেজ মাঠ থেকে মিছিল করে এসে তারা প্রথমে গান্ধি মূর্তির সামনে পথ অবরোধ করে শিক্ষা দপ্তর ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। ঘন্টা খানেক পর ওখান থেকে সরে এসে চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকারা জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে পুনরায় পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এরপর তারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শকের অফিসে তালা ঝুলিয়ে এবং কার্যালয়ের সামনে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখান।

চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাশে দাঁড়াতে এদিন তৃণমূল বিধায়ক অজিত মাইতির নেতৃত্বে জেলার মাদপুরে মিছিল করেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি এবং সিপিএমের চক্রান্তের ফলেই জেলার ১৫০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা চাকরি হারিয়েছেন এই অভিযোগ তুলে মিছিলে স্লোগান দেওয়া হয়। পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি জানান, চাকরি হারানো যুবক-যুবতীদের পাশে থাকার বার্তা দিতে এবং বিজেপি সিপিএমের চক্রান্তের প্রতিবাদ জানাতেই এই মিছিল হয়েছে।

চাকরি চুরির প্রতিবাদে মঙ্গলবার বীরভূমের ডিআই অফিসে তালা লাগালো বিজেপি। জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা সহ রাজ্যের বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চাকরিহারা ২ শিক্ষকের কাজে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গত কয়েকদিন আগে তথা চলতি মাসের ৩ এপ্রিল চাকরি যায় পশ্চিমবঙ্গের ২৫ হাজার ৭৫২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার। তারপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি বৈঠক করেন। সেখানে ডাকা হয় ২৫ হাজার ৭৫২ জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে। মুখ্যমন্ত্রী সোমবার নির্দেশ দেন যে যেখান থেকে স্কুলে চাকরিরত ছিলেন

সেখানে যাতে তারা জয়েন করেন তার জন্যই তিনি সকলকে আবেদন জানান। তারপরই পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের সেলিমাবাদ হাইস্কুলে চাকরিহারা দু'জন শিক্ষক মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ দেওয়ার পরেই পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের সেলিমাবাদ হাইস্কুলে যোগদান করেন নতুন করে। যদিও তারা এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে কোনও কথা না বললেও, প্রধান শিক্ষক বাসুদেব সাঁতরা জানিয়েছেন, দুই শিক্ষক চলে যাওয়ার ফলে বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী স্কুলে আবার নতুন করে দুই শিক্ষক কাজে যোগ দেন। ফলে আপাতত কিছুটা হলেও বিদ্যালয়ের সমস্যা মিটবে।

বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেন পরীক্ষার আগে বদল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মঙ্গলবার ছিল জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেন পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার সিট পরেছিল হুগলির পোলবার একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। ওই কলেজে ১১৫ জনের পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসেন তাঁরা।

নির্ধারিত সময়ের আগেই হুগলির পোলবার পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছেছিলেন পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষা দেওয়ার মানসিক প্রস্তুতিও ছিল তাঁদের। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথায় হাত ওই পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের। তাঁরা জানতে পারেন, হঠাৎই বদল হয়েছে পরীক্ষা কেন্দ্র। তাদের পরীক্ষা দিতে যেতে হবে সেখান থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে বর্ধমানে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কী ভাবে সেখানে পৌঁছবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না তাঁরা। পরে স্থানীয় প্রশাসন তাঁদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করে দেয়। সেই বাসে চেপেই এক রাশ উদ্বেগ নিয়ে পরীক্ষা দিতে যান ওই পরীক্ষার্থীরা।

এই পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল বিকেল ৩টা থেকে। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর মাত্র আধ ঘণ্টা আগে তাঁরা জানতে পারেন ওই কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে না। তা শুনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন ওই পরীক্ষার্থীরা এবং তাঁদের অভিভাবকরা। কী ভাবে ওই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে বসতে পারবেন তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যান তাদের অভিভাবকরাও। জানা গিয়েছে, ওই কেন্দ্রে পরীক্ষা যে নেওয়া হবে না, তা জানানো হয় ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির তরফে। একটা নোটিস দিয়ে জানানো হয়, পোলবার বদলে ওই কেন্দ্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে বর্ধমান শহরের নবাবহাটে। কিন্তু কী কারণে হঠাৎ করে কেন্দ্র বদল? তা জানাতে পারেননি পোলবা বিডিও জগদীশচন্দ্র বারুই। এই নিয়ে আগে থেকে তাঁদের কাছে কোনও খবর ছিল না বলেও জানান তিনি। তাহলে কি পরীক্ষা দিতে পারবেন ওই ১১৫ জন? পোলবা-র বিডিও জানান, বিষয়টি জানার পরেই হুগলির জেলাশাসকের নির্দেশ মেনে তিনটি বাসের ব্যবস্থা করা হয়। ওই বাসেই পরীক্ষার্থীরা রওনা দেন। তাঁর দাবি, বিষয়টি বর্ধমানের আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই সেখানে পৌঁছে যাবেন পরীক্ষার্থীরা। সেখানে এই পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সময় বা ‘গ্রেস টাইম’ দেওয়া হবে।

পোলবায় হয়রান হওয়ার পরে প্রায় দেড় ঘণ্টা বাসে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে এই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে বসবেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরা। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী বর্ধমানে পৌঁছে তারা আদৌ পরীক্ষা দিতে পারবেন কি না তা নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেন একাধিক অভিভাবক।

দাম্পত্য কলহে স্বামীর সামনেই নদে ঝাঁপ বধূর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: দাম্পত্য কলহের জেরে সোমবার স্বামীর সামনেই ভাগীরথী নদে ঝাঁপ দেন এক গৃহবধূ। সোমবার সন্ধ্যায় কালনা ১ নম্বর ব্লকের পিয়ারিনগর কালিনগর ফেরিঘাটে ঘটে ঘটনাটি। নিখোঁজ হওয়া ওই গৃহবধূর নাম আয়েশা খাতুন (২০) ।তার বাপের বাড়ি কালনা থানার ধাত্রীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিনগর গ্রামে। বছর খানেক আগে দেখাশোনা করে বিয়ে হয় মেমারি থানার বড় পলাশন গ্রামের মনসুর শেখের সঙ্গে। বিয়ের বেশ কিছু দিনের মধ্যেই তাদের দাম্পত্য কলহ শুরু হয়। জানা গিয়েছে ৩ মাস আগে শশুর বাড়ি থেকে আয়েশা খাতুন কালনার কালিনগর গ্রামে বাপের বাড়ি চলে যায়। স্বামী মনসুর শেখ সোমবার স্ত্রীকে বুঝিয়ে তার নিজের বাড়ি বড় পলাশন গ্রামে নিয়ে যাওয়ার পথে নদীতে ঝাঁপ দেয় গৃহবধূ। জানা গিয়েছে, কালিনগর ফেরিঘাট পার হয়ে বাস ধরতে যায় ।বাস না ধরে পুনরায় ফিরে যায় ফেরিঘাটে। পিছন পিছন তার সন্তানদের নিয়ে তার স্বামী আয়েশার পিছন ধরে স্বামী মনসুর শেখ। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই সে জেটি থেকে ভাগীরথী নদে ঝাঁপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামী মনসুর শেখও ঝাঁপ দিয়ে স্ত্রীকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু দুজনেই সাঁতার না জানায় জলের মধ্যে ডুবে যায়। খুব কাছাকাছি থাকা কিছু মানুষজন মনসুর শেখকে উদ্ধার করতে পারলেও, আয়েশা খাতুনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কালনা বিপর্যয় মোকাবেলা দলের কর্মীরা ভাগীরথী নদীতে তল্লাশি শুরু করে ।যদিও এদিন শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী তাঁর দেহ উদ্ধার হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।

বিডিও অফিসে তৃণমূলের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কোনরকম ফাকফোকর রাখতে চাইছে না রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ভুয়া ভোটার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরই এক একটি ব্লকে সঠিক ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে ব্লকে ব্লকে ডেপুটেশনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক হাওড়া শ্যামপুর ১ নম্বর ব্লকে ডেপুটেশন দিল তৃণমূল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। প্রতিনিধিত্বমূলক এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালিপদ মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানা, হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী মোল্লা, তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু পুরকাইত, কৃষ্ণেন্দু মন্ডল, নবকুমার সাঁতরা, মন্দিরা মণ্ডল প্রমুখ। যদিও এই ডেপুটেশনকে লোক দেখানো বলে কটাক্ষ করেছে বিরোধী দলগুলি। বিরোধী দলগুলির বক্তব্য, শ্যামপুর এলাকায় চাকরি সবচেয়ে বেশি বাতিল হয়েছে। সেই দিক থেকে নজর ঘোরাতেই এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। যদিও বিরোধী দলের এই অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে শ্যামপুরে বিধায়ক কালিপদ মণ্ডল এবং শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানা একযোগে জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি। চাকরি কাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থানে দিশেহারা হয়ে বিরোধীরা বাজার করতে নেমেছে।

কোলিয়ারিতে টেন্ডার বিতর্ক, গাড়ির চালক-মালিকদের সংগঠনের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: ইসিএলের কুনুস্তোরিয়া এলাকার আমরনগর কোলিয়ারিতে ওয়াটার ট্যাঙ্কারের টেন্ডার ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। গাড়ির মালিক ও চালকদের সংগঠন অনার্স অ্যান্ড ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন অভিযোগ করেছে, কোনও রকম পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এবং অস্বচ্ছ ভাবে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এই বিষয়ে মঙ্গলবার সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরণগর কোলিয়ারি এবং কুনুস্তোরিয়া এরিয়া জেনারেল ম্যানেজারের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জ্যাঞ্চ পোর্টালে টেন্ডার প্রকাশ করা হলেও স্থানীয় সংগঠনকে কিছুই জানানো হয়নি এবং বাইরে থেকে কোনো ব্যক্তি এই টেন্ডার পেয়ে গিয়েছে। সাংগঠনিক সম্পাদক দীপক দাস বলেন, প্রশাসন যদি সংগঠনের সঙ্গে লড়াইয়ে নামে, তাহলে সংগঠনও আর পিছু হটবে না। ১০ দিনের মধ্যে টেন্ডার বাতিল না হলে বড় আন্দোলনে যাওয়া হবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জিএম অফিসে একটি লিখিত দাবিপত্রও জমা দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় স্তরে বিষয়টি এখন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

সুপ্রিম নির্দেশে চাকরিহারা তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্কুলে গ্রুপ সি পদের চাকরি হারালেন বাঁকুড়ার এক তৃণমূল কর্মী। হাই কোর্টের নির্দেশে প্রকাশিত গ্রুপ সি চাকরি বাতিলের তালিকায় ১১৯ নং এ নাম রয়েছে বাঁকুড়া ২ নং ব্লকের তালাডাঙা গ্রামের বাপি বাউরির। বাঁকুড়ার কাঞ্চনপুর হাই স্কুলের গ্রুপ সি কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন বাপি বাউরি। এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। তৃণমূল নেতৃত্বের সাথে রয়েছে ঘনিষ্ট সম্পর্ক। প্রভাব খাটিয়ে এই চাকরি পেয়েছিল বাপি দাবি বিজেপির। যদিও বা আজ বাপি বাউরির কাঞ্চনপুর হাই স্কুলে গ্রুপ সি কর্মী বাপি বাউরী যথারীতি কুলে তিনি এসেছেন কারণ সোমবারই মুখ্যমন্ত্রী তাদের স্কুলে যাওয়ার কথা বলেছিলেন তারপরে স্কুলে আসা তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ এবং তিনি ভালো পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন এমনটাই দাবি করছেন এবং বিরোধীরা যে দাবি করছে সেই দাবি তিনি নসাৎ করেছেন।

বাসে দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ৩৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: মঙ্গলবার সাতসকালে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় একজনের এবং আহত ৩৩ জন। ঘটনাটি ঘটেছে কালনার শ্রীরামপুরে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং কালনা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার আনুমানিক সকাল আটটা নাগাদ পাড়ুয়া থেকে কালনা যাওয়ার সময় একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কয়েক পালটি খায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১ জনের, মৃত ওই ব্যক্তির নাম গোপাল মণ্ডল। মঙ্গলবার সকালে মেয়ে সুমনা পানকে নিয়ে কালনা ২ নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনগর গ্রামে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন। আর এমন সময় বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় গোপাল মণ্ডলের। বাকি ৩৩ জন কালনার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বেপরোয়া গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। এদিন সকালে আহতদের দেখতে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যান কানলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাখেশ চৌধুরী, কালনা থানার আইসি সহ কালনা পুরসভার উপ পুরপতি তপন পোড়েল এবং কাউন্সিলর অনিল বসু, সন্দীপ বসু সহ পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকরা।

নবদ্বীপে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের রামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার নবদ্বীপে বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দল নবদ্বীপ নগর সমিতির উদ্যোগে রামনবমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। এদিন এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় সম্পাদক বজরং লালা বাগ্রা, কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক স্বপন মুখার্জি সহ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মধ্য বঙ্গ প্রান্ত সভাপতি শ্রুতি শেখর গোস্বামী সহ বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একাধিক সদস্য থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

এদিন নবদ্বীপ চটির মাঠ থেকে শুরু হওয়া রামনবমীর বন্যার্ধ শোভাযাত্রা মিছিল শেষ হয় নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতুর নীচে গিয়ে। দীর্ঘ ৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রান্ত করে হাজার হাজার মানুষ যোগ দিয়েছিল এই রামনবমীর শোভাযাত্রায়। এদিন শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তিতে বিশেষ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় রামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। ৮ থেকে ৮০ সকলেই এই শোভাযাত্রায় যোগদান করে।

এদিনের শোভাযাত্রায় বিশেষ আলোকপাত করে মহিলাদের উপস্থিতি। হাজার হাজার মহিলা দুর্গা সেনা সহ সাধারণ হিন্দু ধর্মীয় মানুষ রাম নামে ব্রতী হয়ে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। এই শোভাযাত্রায় শ্রী রামের পাশাপাশি চৈতন্যদেব এবং অন্যান্য বেশ কিছু সুসজ্জিত ট্যাবলো নিয়ে শোভাযাত্রা সম্পন্ন হয়। যদিও শোভাযাত্রাকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। উদ্যোক্তাদের মতে আজ সর্বধর্ম সমন্বয়ে দলমত নির্বিশেষে সকলেই এই মহা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে বলে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

একমাত্র বৈদ্যুতিক চুল্লি বিকলে সমস্যায় শববাহী যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরাতন মালদার একমাত্র বৈদ্যুতিক চুল্লি বিকল হয়ে পড়ায় শ্মশানে এসে মৃতদেহ নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন শবযাত্রীরা। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে বিকল হয়ে রয়েছে পুরসভা তথা সংশ্লিষ্ট ব্লকের একমাত্র বৈদ্যুতিক চুল্লিটি। যেটি অবস্থিত রয়েছে পুরাতন মালদা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের লোলাবাগ এলাকায়। বৈদ্যুতিক চুল্লি ব্যবহার করতে না পেরে অনেক শবযাত্রীরা অবশ্য শ্মশানে এসে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করে মৃতদেহ সৎকার্য করছেন। যার ফলে দূষণ ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। পুরো বিষয়টি নিয়ে দ্রুত পুরসভা ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন শ্মশান যাত্রী থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা।

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যেই ২ নম্বর ওয়ার্ডের লোলাবাগ এলাকায় রয়েছে এই শ্মশানটি । এছাড়াও এই ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি আশেপাশের ব্লক যথা হবিবপুর, গাজোল থেকেও অনেক শবযাত্রীরা মৃতদেহ নিয়ে এই শ্মশানে সৎকার্য করতে আসেন।

কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, গত ১৯ মার্চ থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে এই বৈদ্যুতিক চুল্লিটি। স্থানীয়দের বক্তব্য, বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই এই চুল্লিটি খারাপ রয়েছে। মৃতদেহ পোড়াতে এসে অনেকে ঘুরে চলে যাচ্ছেন। পাশাপাশি যেখানে খড়ি দিয়ে পোড়ানোর যে ব্যবস্থা রয়েছে সেটিও অপরিষ্কার। নোংরা আবর্দীজনা এবং অপরিচ্ছন্নতার জন্য ঘাটে নামতে অনেকেই সমস্যার মুখে পড়ছেন।

মঙ্গলবার মৃতদেহ পোড়াতে এসে ক্যামেরার সামনে ক্ষোভ উগড়ে দেন এক শববাহী যাত্রী। তিনি বলেন, তারা দেহ পোড়াতে এসেছেন তবে বৈদ্যুতিক চুল্লি বিকল রয়েছে। পরবর্তীতে কাঠ জ্বালিয়ে পোড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা বলেন, দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হোক। তারা বলেন, ‘খারাপ অবস্থায় পড়ে রয়েছে চুল্লিটি। দ্রুত সমস্যা সমাধান করা হোক। এবিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট পুরসভা এবং স্থানীয় কাউন্সিলরকে জানিয়েছি।’

দুই নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি দলের কাউন্সিলার বাসন্তী রায় অবশ্যই ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ব্লক প্রশাসনকেও এবিষয়ে জানানো হয়েছে। দ্রুত বৈদ্যুতিক চুল্লিটি সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, ‘বৈদ্যুতিক চুল্লিটি বিকল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানি। খুব শীঘ্রই পুরসভা থেকে নতুনভাবে সেখানে কাজ করার জন্য টেন্ডার ছাড়া হবে। আশা করছি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পাশাপাশি ওই শ্মশানে নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করা, নদীর ঘাট সংস্কার করা সহ যাবতীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’

পাহাড় সমান রানের লড়াইয়ে লখনউয়ের কাছে হার কেকেআরের

মার্শ-পুরানের বিধ্বংসী ইনিংসে বিফলে রাহানে-ভেঙ্কটেশের লড়াই

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শম্ভুনাথ ভৌমিক

মোহনবাগান প্লেয়ারদের নিয়ে ম্যাচ দেখছেন এলএসজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা।

ছবি: অদিতি সাহা

সোমবার যুবভারতীতে ম্যাকলারেনদের ম্যাচ দেখতে গিয়ে শেষমুহূর্তে জয়ের আনন্দে ভেসেছিলেন লখনউ সুপার জায়ান্টের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। উচ্ছ্বাসে ভেসেছিল কলকাতা। মঙ্গলবার ইডেনে পন্থদের ম্যাচ দেখতে এসে শেষমুহূর্তে জয়ের আনন্দ ভাগ করে নিলেন পেত্রাতস, কামিন্স, ম্যাকলারেনরা। তবে দুঃখে ভাসল কলকাতা। কারণ, মোহনবাগান কর্ণধারের ক্রিকেট দলটা যে লখনউ সুপার জায়ান্টস। তবে লড়াই হল সেয়ানে সেয়ানে। ২০২৩ আইপিএলে আহমেদাবাদে গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সেই ম্যাচটার কথা মনে আছে? যে ম্যাচ দিয়ে বড় মঞ্চে নিজের জাত চিনিয়েছিলেন রিঙ্কু সিং, রাতারাতি পেয়েছিলেন উঠতি তারকা খ্যাতি। সেদিন ম্যাচের শেষ ওভারে যশ দয়ালকে টানা পাঁচ ছক্কা মেরে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে অবিস্মরীয় জয় এনে দিয়েছিলেন রিঙ্কু। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে সোমবার সেরকম প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। জয়ের জন্য শেষ ২ ওভারে ৩৮ আর শেষ ওভারে ২৪ রান দরকার ছিল কলকাতার। শেষ ১২ বলের ৯টিই খেলেছেন রিঙ্কু। এর ৬টিতেই মেরেছেন চার অথবা ছক্কা। কিন্তু আহমেদাবাদের স্মৃতি ফেরাতে পারলেন না। রান উৎসবের ম্যাচে লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে ৪ রানে হারতে হল কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে মিচেল মার্শ ও নিকোলাস পুরানের বিধ্বংসী ইনিংসের সুবাদে ৩ উইকেটে ২৩৮ রান করেছিল লখনউ, যা তাদের ইতিহাসে দ্বিতীয় দলীয় সর্বোচ্চ। পাহাড় টপকাতে নেমে ৭ উইকেটে হারিয়ে ২৩৪ রান করতে পেরেছে কলকাতা। তাতে ফের হারের সরণিতেই ফিরল শাহরুখ খানের দল।

এদিন ইডেনে টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেকেআর। ব্যাটিং করতে নেমে শুরুটা ভালোই করে লখনউ। ইডেনের পিচ ছিল ব্যাটিং সহায়ক। যার পুরোপুরি ফায়দা তুলল লখনউ দল। দুই ওপেনার মিচেল মার্শ এবং মার্করাম শুরু থেকেই বিধ্বংসী ছন্দে খেলতে শুরু করে। ৬ ওভার শেষে লখনউ দলের রান ছিল বিনা উইকেটে ৫৯। ৯৯ রানের পার্টনারশিপ তৈরি করেন দুই জনে। শেষ পর্যন্ত লখনউ শিবিরে প্রথম ধাক্কাটা দেন হর্ষিত রানাই। ২৮ বলে ৪৭ রান করে হর্ষিত রানার বলে আউট হন মার্করাম। মার্করাম আউট হলেও নিজের ছন্দে খেলে যেতে থাকেন মার্শ।

মার্শ ৪৮ বলে ৮১ রান করেন। তাঁর ইনিংস ছিল ছয়টি চার এবং পাঁচটি ছক্কা। অজি তারকা আউট হওয়ার পর ইডেনে শুরু হল ক্যারিবিয়ান তাণ্ডব। যেন কালবৈশাখী হয়ে ইডেনে আর্বিভূত হন নিকোলাস পুরান। ৩৬ বলে অপরাজিত ৮৭ রান করেন। তাঁর ইনিংসে ছিল সাতটি চার এবং আটটি ছক্কা। ৫ ম্যাচে ২৮৮ রান করে ফেললেন পুরান। সেই সঙ্গে ওরেঞ্জ টুপির মালিকও হলেন পুরান।

কালবৈশাখী শুরু হয় নাইটদের ইনিংসেও। কুইন্টন ডি'কক ভালো শুরু করেও বড় রান পাননি। ৯ রান করে ফিরে যান নাইট ওপেনার। সুনীল নারিন ১৩ বলে ৩০ রান করেন। তবু গতিতে উঠছিল রান। এরপর কেকেআর দলের ব্যাটিংয়ের হাল ধরেন ভেঙ্কটেশ ও রাহানে। এই ম্যাচের শুরু থেকেই মারমুখী মেজাজে দেখা গিয়েছিল রাহানেকে। তবে ৩৫ বলে ৬১ রান করে আউট হলে রাহানে। তাঁর ইনিংসে ছিল আটটি চার এবং দুটি ছক্কা। এরপর রমনদীপ সিং ১ রান করে আউট হন। পরিবর্ত হিসাবে নামা অঙ্গকৃষ রঘুবংশীও ৫ রানের বেশি করতে পারেননি। ভেঙ্কটেশ আইয়ার ছন্দে থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ২৯ বলে ৪৫ রান করে আউট হন। শেষে চার ওভারে ৫৪ রান প্রয়োজন ছিল কেকেআরের। ফিনিশিংয়ের দায়িত্ব ছিল রিঙ্কু সিং ও রাসেলের উপরেই। আসল সময়েই ব্যর্থ রাসেল। ৩ বলে সাত রান করে আউট হন। শেষ ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ২৪ রানের। শেষ পর্যন্ত ২৩৪ রানেই থামে নাইটদের ইনিংস। রিঙ্কু ১৫ বলে ৩৮ রানে অপারজিত থাকেন। লখনউ দলের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন আকাশদীপ ও শার্দুল ঠাকুর। পাঁচ ম্যাচের তিনটিতে হেরে পয়েন্ট তালিকার ছয়ে নেমে গেছে কলকাতা। সমান সংখ্যক ম্যাচে সমান জয়ে লখনউ উঠে এসেছে শীর্ষ চারে। কলকাতা মূলত হেরেছে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায়। অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানের ঝোড়ো ফিফটি, সুনীল নারিন ও ভেঙ্কটেশ আইয়ারের ক্যামিওতে ১২ ওভারে ২ উইকেটে ১৫০ রান তুলে ফেলেছিল শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি। কিন্তু ১৩ থেকে ১৬ ওভারের মধ্যে ২৩ রানের ব্যবধানে ৫ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ক্রমশ ছিটকে পড়ে কেকেআর।

ফাইনালেও সেরাটা দিতে তৈরি মোলিনা ব্রিগেড

বেঙ্গালুরুকে হারিয়েই পূর্ণতা চান দেবাশিস দত্ত

বিজয়া নাগ

সোমবার জামশেদপুরকে হারানোর পর যুবভারতীতে (বাঁদিক) উচ্ছ্বাস সবুজ মেরুন সমর্থকদের। (ডানদিকে) বক্তব্য রাখছেন দেবাশিস দত্ত।

আগামী শনিবার ফাইনালে মোহনবাগান মুখোমুখি হতে চলেছে বেঙ্গালুরু এফসির। গত বার শিল্ড জেতার পরেও নক আউট ফাইনালে মুম্বই সিটি এফসি-র কাছে হেরে গিয়েছিল সবুজ-মেরুন বাহিনী। এবার ফের আইএসএলের ইতিহাসে জোড়া খেতাব জয়ের সুযোগ এসে গিয়েছে তাদের সামনে। সেই খে তাবী লড়াই নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কোচ বলেন, 'ফাইনালে কেউই ফেভারিট নয়। যে কোনও কিছু ঘটতে পারে। অবশ্যই, আমরা নিজেদের ওপর আস্থা রাখি। আমাদের নিজেদের ওপর ভরসা রাখি। আমরা মনে করি, যদি আমরা আমাদের সেরা খেলাটা খেলতে পারি, তা হলে আমরা ট্রফি জিততে পারব। কিন্তু আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এখন আমাদের সবার আগে রিকভার করতে হবে। আমরা প্রতিপক্ষকে সম্মান করি। তারা পুরো মরশুমে দারুণ খেলেছে'। ঘরের মাঠে কামব্যাকে উচ্ছ্বসিত যেমন সমর্থকরা, তেমন খুশি মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্তও। তিনি ম্যাচ শেষে বলেন, 'সাফল্য চলছে, চলবে। ঈর্ষণীয় সাফল্য। তবে মিশন সম্পূর্ণ হবে ১২ তারিখ। বেঙ্গালুরু দুর্ধষ খেলছে। মুম্বই-গোয়াকে হারিয়েছে। অত্যন্ত কঠিন ম্যাচ। তবে আমাদের ছেলেরা এতটা প্রফেশনাল আইএসএল লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাতে আত্মতুষ্টি আসতে পারে। কিন্তু জামশেদপুরে অ্যাওয়ে ম্যাচে তার প্রভাবও পড়ে। আর সেখান থেকেই ঘরের মাঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিল কতটা পেশাদার তাঁরা। জামশেদপুরের ডিফেন্স অত্যন্ত ভাল খেলেছে। খ ালিদের কোচিংও দারুণ'।তবে বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে চান এবার দেবাশিস দত্ত। সাফল্য নিয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে কটাক্ষ করে বলেন, 'আমাদের প্রতিবেশি কাস্টমস, পঞ্জাব. তালতলা এরা। ওরা অনেক দূরের'। পাশাপাশি আপুইয়ার গোলেরও প্রশংসা করেন তিনি। সুনীল ছেত্রীর দল নিয়ে মোলিনা বলেন, 'ওরা সত্যিই ভাল দল। তাই ম্যাচটা সহজ হবে না। তবে আমি সব সময় একই কথা বলি আমার দলের ছেলেদের ওপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি তাদের ওপর আস্থা রাখি। তারা যে ভাবে কাজ করছে, আমরা সবাই মিলে যেভাবে কাজ করছি, তার ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে। আশা করি, আমাদের আর একটা দারুণ রাত আসতে চলেছে এবং আমরা আরেকটি ট্রফি জিততে পারব। তবে আমাদের ছেলেদের জেতার ও গোল করার ইচ্ছা থাকতে হবে। এটা গোল করাকে কঠিন করে তোলে, কিন্তু জয় পাওয়াকে সহজ করে তোলে'। মোহনবাগানে নির্বাচন আসন্ন। মোহনবাগানের সচিব পদে দায়িত্বভারের মেয়াদও শেষ হয়েছে দেবাশিস দত্তের। পরের বার আসবেন কিনা, তা নির্বাচনের ফলাফলই বলবে। তবে তাঁর দায়িত্বে যেভাবে মোহনবাগান এগিয়ে চলল, তাতে সভ্য-সমর্থকরা বেশ খুশি। আইএসএল কাপ জয় করে নিজের সচিব পদের মেয়াদের শেষ পূর্ণতাটুকু আনবেন সবুজ মেরুন ব্রিগেড, এমনই মনে করেন দেবাশিস দত্ত।

মোহনবাগান কেন ভারতসেরা প্রমাণ করল, ম্যাচ শেষে বললেন উচ্ছ্বসিত ব্যারেটো

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

অভিভূত। উচ্ছ্বসিত। মাঠে যখন পেত্রাতস, কামিন্স, ম্যাকলারেনরা ছুটে বেড়াচ্ছেন, তখন গ্যালারিতে মোহনবাগানের টানে হাজির হয়েছিলেন হোসে র্যা মিরেজ ব্যারেটো। ম্যাচের শেষে তাঁর একটাই কথা, মোহনবাগান প্রমাণ করল কেন তারা ভারতসেরা। একসময় মোহনবাগানে স্লোগান উঠত, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, ব্যারেটোই ভরসা। এই ব্রাজিলিয়ান ব্যারেটোই মোহনবাগানে পরিচিতি পেয়েছিলেন সবুজ তোতা নামে। এতদিনে কয়েকশো বিদেশি এলেও, ব্যারেটো রয়ে গেছেন মোহনবাগান সমর্থকদের মনের মণিকোঠায়। মোহনবাগান দলের সর্বকালের সেরা তারকাদের মধ্যে অন্যতম ব্রাজিলিয়ান ব্যারেটো। যখন তিনি ১৯৯৯ সাল নাগাদ মোহনবাগানে ট্রায়ালে এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গেই ট্রায়ালে ছিলেন আফ্রিকান অ্যালেক্সরা। যদিও শেষ পর্যন্ত সমর্থকরা সৌভাগ্যবশত পেয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান ব্যারেটোকে, এরপর আসতে আসতে তিনি হয়ে উঠছিলেন মোহনবাগান জনতার আশা ভরসা। ফুটবলজীবনে কখনও লাল-হলুদ জার্সি গায়ে চাপাননি। ব্রাজিল থেকে কলকাতা ময়দানে এসে বাগানের ঘরের ছেলে হয়ে গিয়েছিলেন। ডার্বি থাকলেই জ্বলে উঠতেন। সেই ব্যারেটোই কামিন্সদের খেলা দেখে খুশি। এও বলে গেলেন, জোড়া ট্রফির মিশনে এখনও কাজ শেষ হয়নি লিগ-শিল্ড জয়ীদের।

জামশেদপুর বনাম মোহনবাগান ম্যাচে যুবভারতীর ভিআইপি বক্সে ব্যারেটোকে দেখে উচ্ছ্বসিত সবুজ মেরুন ভক্তরা।

ঘণ্টা বাজানোই রীতি। মঙ্গলবার লখনউ সুপার জায়ান্টস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচে ঘণ্টা বাজিয়ে সূচনা করলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন তারকা জাহির খান। সেইসঙ্গে ছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সহ প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ও সিএবির মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ দে, সিএবি সচিব নরেশ ওঝা , সিএবি সহ সভাপতি অমলেন্দু বিশ্বাস সহ অন্যরা।

ABRIDGED NIT

On behalf of Herambagopalpur Gram Panchayat of Ptharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids through etendering process for Est. Cost. of Rs. **917592/- (Excl. GST & Cess). vide NITNo. 1/179/5th SFC/ NIT/HGP/ 2025 & 2/180/5th SFC/ NIT/HGP/2025, dt.-09.04.2025.** The last Date of submission of Bids is **21.04.2025 up to 2.00 p.m.** Please visit https://wbtenders.gov.in and SDO/BDO/GP Office.

Sd/- Pradhan,
Herambagopalpur GP.

I.&W.Dte. Notice

Online bids are invited for the work under **Tender ID: 2025_IWD_834715_1.** For details please follow the website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- EE, CID,
I.&.W.Dte.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/006(e)/2025-26
Date: 08.04.2025

Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate numbers of unskilled labour for garage. Documents download start date & Bid submission start date-**09.04.2025.** Bid Submission Closing Date-**24.04.2025.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪,
ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

সংশোধনী

আমাদের বিজ্ঞাপন ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে এই সংবাদপত্রে ০৬.০৪.২০২৫ প্রকাশিত, **ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স রামগতি রাইস মিল প্রা লি**। ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ পড়তে হবে "১,০০,০০০.০০" টাকা - ৫০,০০০.০০ টাকার পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদি একই থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে ১৫ (পনের) দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে **রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি) হাই স্পিরিটস ব্যারন এলএলপি, এলএলপি** ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ। অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২. প্রস্তাবিত কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপ : নির্মাতা, প্রক্রিয়াকরণ, আমদানি, রফতানি, প্রতিনিধি, দালালি, সরবরাহকারী, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, বন্টনকারী, ডিলার সকল ধরনের লিকার, বিভারেজ, অ্যালকোহল, ওয়াইন এবং অন্যান্য একই ধরনের পণ্য(সংক্ষিপ্ত) ভারতে বা অন্য কোথাও ব্যবসা পরিচালনা এবং স্থাপনা।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি **২ ও সি গাঙ্গুলি সরণি, ১ম তল এবং ২য় তল, এল আর সরণি, কলকাতা - ৭০০০২০ (পশ্চিমবঙ্গ)** ঠিকানাস্থিত অফিসে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, **সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, গুরুগ্রাম -১২২০৫০ (হরিয়ানা) এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে,** প্রস্তাবিত কোম্পানি ২ ও. সি. গাঙ্গুলি সরণি, ১ম তল এবং ২য় তল, এল আর সরণি, কলকাতা - ৭০০০২০ (পশ্চিমবঙ্গ) অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২৫
হাই স্পিরিটস ব্যারন এলএলপি'এর পক্ষে
(LLPIN-ABB-2968)
স্বা/-
বিষ্ণু কুমার আগরওয়াল
(দায়িত্বপ্রাপ্ত অংশীদার)
(DIN: 01148739)

"ফর্ম আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৬) (এ) সম্পর্কিত
এবং
ভিশনারি ওয়েলথ ক্রিয়েটর প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস **৩৩ সিআর এভিনিউ, রুম নং ৯০৮বি, যোগাযোগ ভবন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০১২** সম্পর্কিত
.....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **শুক্রবার ২৬ মার্চ ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**হরিয়ানা রাজ্যে**" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০২০** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৩৩ সিআর এভিনিউ, রুম নং ৯০৮বি, যোগাযোগ ভবন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০১২
ভিশনারি ওয়েলথ ক্রিয়েটর প্রাইভেট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
সন্তোষ কুমার মিশ্র
ডিরেক্টর
ডিন-১০৯১০৩২৭
তারিখ : ০৭.০৪.২০২৫
স্থান : দিল্লি

OFFICE OF THE COUNCILLORS
BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs
Kolkata 700144

RECRUITMENT NOTICE

Memo No.40/BM/Health/ Recruitment(M.O.)/2025-26 dated: 08.04.2025 Applications are invited for filling up of the vacant posts from the eligible candidates for Specialist **Medical Officer (Medicine, G&O, Paediatrics & Ophthalmologist)** under BARUIPUR MUNICIPALITY. Interested candidates can apply within **29.04.2025 UPTO 4.00 P.M.** For details visit ULB's website: **http://www.baruipurmunicipality.org.in** / Office Notice Board.

Sd/-
Chairperson, Selection Committee
Baruipur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, হাওড়া পৌর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৭ (সাত) বৈদ্যুতিক কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ : ০৭.০৪.২০২৫ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২৬.০৪.২০২৫ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
১০(৩)/২৫-২৬
৮.৪.২৫
সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No. : UKM/PWD/039(e)/ 2024-25 (2nd Call) dt- 08.04.2025 1. Construction of M.S. roof shed at Community hall Makhla (3rd Floor) near Debiswari in Ward No-23. **Bid Submission Closing Date – 25/04/2025. e-Tender No. : UKM/PWD/004(e)/2025-26, dt- 08.04.2025.** 1. Operation and Maintenance of Valves in Water Supply Distribution line to supply treated surface water through ESR area covered in ward no. 20,21,22,23,16,17,18,19 including supply of nut bolts and necessary accessories and periodical greasing as required under Uttarpara Kotrung Municipality for one year. **Bid Submission Closing Date : 25/04/2025**. For Details : **wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER

Memo: 47 /GM/NIT/HSC/25, Dated: 08/04/2025
Tender No. WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-15(e)/24-25 (2nd call) Dated: 09/04/2025
The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work: (1) House service water Connection will be laid at different wards up to private property line under AMRUT 2.0 within Gobardanga Municipality. Last date of submission of Bid on **05/05/2025.** For details Visit: https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ডিএল_এইচডব্লুএইচ _ফ্লেক্সি_কয়েল _১৪৭, তারিখ ০৭.০৪.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ডিজেল, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং **ডিএল_এইচডব্লুএইচ _ফ্লেক্সি_কয়েল _১৪৭** -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ তাঁদের প্রকৃত/ সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** ০১ (এক) বছরের জন্য পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিজেল শেড-এ ডব্লুএপি৪ ইলেকট্রিক লোকোর ৫০টি ফ্লেক্সি কয়েল বগির মেরামতি/আনুপূর্বিক পরীক্ষানিরীক্ষা। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৬৫,৬৩,৪৫৭.৯৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৩২,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ১১ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ১৬.০৪.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
HWH-11/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Corrigendum Notice
Executive Officer, Jangipur Municipality

Name of the work: Green Space Development of Netaji Subhaschandra Dwip Park at Ward No-15 within Jangipur Municipality".
Tender Ref No.: MAD/ULB/JM/GSD/AMRUT 2.0/NITeT38/23-24,
Tender ID: Tender ID: 2025_MAD_826697_1, dated 12/03/2025,
The following corrections are hereby notified:
1) The tender call mentioned as "2nd Call" in the advertisement shall be read as "1st Call". 2) The critical dates for the e-Tender process are hereby extended by 7 (Seven) days. Revised schedule will be available in the e-tender portal: https://wbtenders.gov.in.
All other terms and conditions of the tender will remain unchanged.
For details please visit https://wbtenders.gov.in or Jangipur Municipality Notice Board and website www.jangipurmunicipality.org

Sd/- Executive Officer
Jangipur Municipality

Keshabchak Samabay Krishi Unnayan Samity Ltd.
Regd. No.- 61 H.G., Dt.- 28.03.1960
Vill. + P.O.- Keshabchak, Dist.- Hooghly
Email-keshabchak.skusltd@gmail.coom Mob. No. : 8145531024

খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই সমিতির সকল সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, সমিতির নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা সদস্যদের প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞপ্তিসহ সমিতির কার্যালয়ে রক্ষিত আছে। উক্ত তালিকা সম্পর্কে কোনো সদস্যদের আপত্তি থাকলে লিখিতভাবে প্রমানসহ সমিতির কার্যালয়ে ১০.০৪.২০২৫ থেকে ২৩.০৪.২০২৫ তারিখের সমিতির অফিসে যে কোনো কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে প্রাপ্তিস্বীকার স্বাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত সকল দাবি/অভিযোগের উপর আগামী ২৪.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা থেকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কেশবচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর দ্বারা সমিতির অফিসঘরে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। শুনানী শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ২৪.০৪.২০২৫ তারিখে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

তারিখ ঃ ০৯.০৪.২০২৫
স্থান ঃ কেশবচক, তারকেশ্বর, হুগলী

স্বা /- রাফসান জানি মোল্লা, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কেশবচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
স্বা /- সৌমেন মিত্র, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কেশবচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

West Bengal State Poultry Development Cooperative Society Ltd.
REGISTRATION NO. & DATE - 02 of 2019
46C, Chowringhee Road, Everest House, 11th Floor, Room No. C, Kolkata-700071

NOTICE

It is hereby informed to all members of the West Bengal State Poultry Development Cooperative Society Ltd., that Draft voter list and schedule of Board of Directors election of the society is going to be published on 09.04.2025 and a Special General Meeting will be held on 21.05.2025 from 12 Noon onwards, at the Registered Address of the society to elect 7 Nos. of Board of Directors. Date of Distribution & Submission of nomination form: 25 & 26.04.2025 from 11.30 a.m. to 3 p.m. Scrutiny of Nomination will be held on 28.04.2025 from 11.30 a.m. to 1.00 p.m. For detailed information, claims & objections regarding draft voter list, if any, the members are requested to contact Registered Office of the society.

Sd/- (Upanita Chatterjee) Assistant Returning Officer
Sd/- (Soumyadeep Das) Assistant Returning Officer

KALAIKUNDU SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD.
Regd. No.-46 H.G., Dt.- 10.03.1964, Ph. No. 03212-276568, 277568
Branch Office :- Joykrishnabazar Bakultala, Tarakeswar, Hooghly
Email-kalaikunduachintamondal11@gmail.com
PAN-AACAK1441L GSTIN:- 19AAXAK1441L1ZL
Memo No- Date-

খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই সমিতির সকল সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, সমিতির নির্বাচনের উদ্দেশ্যে "নির্বাচন খসড়া ভোটার তালিকা" প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা সদস্যদের প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞপ্তিসহ সমিতির কার্যালয়ে রক্ষিত আছে। উক্ত তালিকা সম্পর্কে কোন সদস্যদের আপত্তি থাকলে লিখিতভাবে প্রমানসহ সমিতির কার্যালয়ে ১০.০৪.২০২৫ থেকে ২২.০৪.২০২৫ তারিখের সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে প্রাপ্তিস্বীকার স্বাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত সকল দাবী/অভিযোগের উপর আগামী ২৩.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা থেকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কলাইকুন্ডু সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর দ্বারা সমিতির অফিসঘরে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। শুনানী শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ২৪.০৪.২০২৫ তারিখে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

তারিখ ঃ ০৯.০৪.২০২৫
স্থান ঃ কলাইকুন্ডু, হুগলী

স্বা /- রাফসান জানি মোল্লা, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কলাইকুন্ডু সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
স্বা /- স্বপন পাল, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কলাইকুন্ডু সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

আগ্রা ভ্রমণ

গৌতম সরকার

কলকাতা থেকে ভিস্তারার উড়ানে দিল্লি পৌঁছলাম সকাল সাড়ে নটার পরিবর্তে নটা দশে। লাগেজ কালেক্ট করে গাড়ির জন্য রজনীশকে ফোন করে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে ধরে এগিয়ে চললাম, আমাদের গন্তব্য আগ্রা মধ্যে কয়েকবার থেমে চা-ব্রেকফাস্ট আর গাড়িতে গ্যাস ভরে সওয়া দুটো নাগাদ 'হোটেল গোল্ডেন বার্ড-এ পৌঁছলাম। হোটেলে ঢুকে আগে খেয়ে নিলাম। একটু বিশ্রাম আর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে রোদ একটু কমলে বেরিয়ে পড়লাম। হোটেলের সামনেই এক অটোচালকের সাথে দেখা। তাতে চড়ে শেষ বিকেলে পৌঁছলাম মোতিবাগ।

যমুনার পূর্বপ্রান্তে কয়েকশো একক জুড়ে ছড়ানো শান্ত সমাহিত একটা উদ্যান হল মোতিবাগ। এখানকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল, তাজ ভিউ পয়েন্ট। সন্ধ্যা সমাগমে প্রায় হাতের নাগালে যমুনার পশ্চিম তীরে তাজমহলের সিলুয়েট দেখতে দেখতে ইতিহাসের শিহরণ টের পাওয়া যাবে। তাজ ভিউ পয়েন্টের টিকিট ১৫ টাকা এবং মোতিবাগের জন্য ২০ টাকা। তবে একটা ব্যাপার, মোতিবাগে ঢুকলে হাঁটতে হাঁটতে তাজ ভিউ পয়েন্টের একদম কাছে পৌঁছনো যায়, তফাৎ শুধু একটা কাঁটাতারের বেড়া। কিন্তু তাজ ভিউ পয়েন্ট থেকে মোতিবাগে বেড়া টপকে আসা যায়না, আবার কুড়ি টাকার টিকিট কাটতে হবে। আমাদের হোটেলটি যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের উপর অবস্থিত খুব উল্লেখযোগ্য। আজকের অটোর ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হয়েছে কালকে ওনার গাড়িতেই তাজমহল, আগ্রা ফোর্ট, ফতেপুর সিক্রি আর মিনি তাজ ঘুরে নেব

পরেরদিন সকাল আটটায় বেরিয়ে

পড়লাম। আমাদের চালকের নাম শ্রীমান অজিত রাঠোর। আগ্রাতেই জন্ম, বেড়ে ওঠা, কর্ম সবই। পাশেই বাড়ি, বাবা-মা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের নিয়ে ভরভরন্ত সংসার। রাঠোরজী আমাদের আগ্রার বিখ্যাত কচোরি-জিলাবি দিয়ে নাস্তা করালেন এবং ওখানে বসেই তাজমহলের জন্য দুটি অনলাইন টিকিট কেটে ফেললেন। আজ শনিবার, তার ওপর গতকাল তাজমহল বন্ধ থাকায় আজ রেকর্ড ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা, তাই লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। আজ আমরা প্রথমে দেখব তাজমহল, তারপর আগ্রা ফোর্ট সেরে যাবো ফতেপুর সিক্রি।

তাজমহলের আকর্ষণ সারা বিশ্ব জুড়ে, এটি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি। তাজমহলের ভিতরে ঢুকে আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে টুকটাক সৌধ দেখেই বেরোনোর গেট। ইতিহাসকে ছোঁয়ার তেমন কোনও দায়বদ্ধতা না থাকলে এই দুশো টাকা বাঁচাতে পারেন। সবকিছু ঘুরে দেখতে ঘন্টা দুই সময় লাগবে।

একই গেট দিয়ে বেরিয়ে গল্ফকারে চড়ে পার্কিং লটে এসে অজিতজীর সাথে মিললাম। আমাদের পরের গন্তব্য আগ্রা ফোর্ট। ফোর্টে ঢোকার তিনটে গেট থাকলেও দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকে কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকের অমর সিং গেটটি। তাজমহল থেকে দূরত্ব আড়াই কিলোমিটার। যমুনার পশ্চিম পাড়ে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে লাল বেলেপাথরের দুর্গটি নির্মাণ করেন স্বয়ং মুঘল সম্রাট আকবর। দুর্গে ঢুকে প্রথমেই যোধাবাঈ প্যালেস, বীরবল প্রাসাদ, হিরণ মিনার, জামা মসজিদ, নওরোজ বাগিচা ইত্যাদি। আর এক্সিট গেট পেরিয়ে আরেকটি মহলে বুলন্দ দরওয়াজা আর সেলিম চিস্তির দরগা। দরগায় চাদর চড়ানোর ব্যবস্থা আছে, বিশ্বাস এখানে লাল-হলুদ সুতা বেঁধে মানসিক করা যায়, সুফি সাধক চিস্তির কল্যাণে সব সংকল্প পূর্ণ হয়। সবকিছু দেখতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। নিচের পার্কিং লট থেকে ইউ.পি.গভর্মেন্টের সিএনজি বাস পর্যটকদের ওপরে নিয়ে যায় আবার ফেরত নিয়ে আসে। যাতায়াতের ভাড়া মাথাপিছু তিরিশ টাকা। মূল তাজমহল দেখে দিনের শেষে মিনি তাজ দেখার বাসনা বা সময় কোনওটাই অবশিষ্ট ছিল না অগত্যা ফেরার পথ ধরলাম।

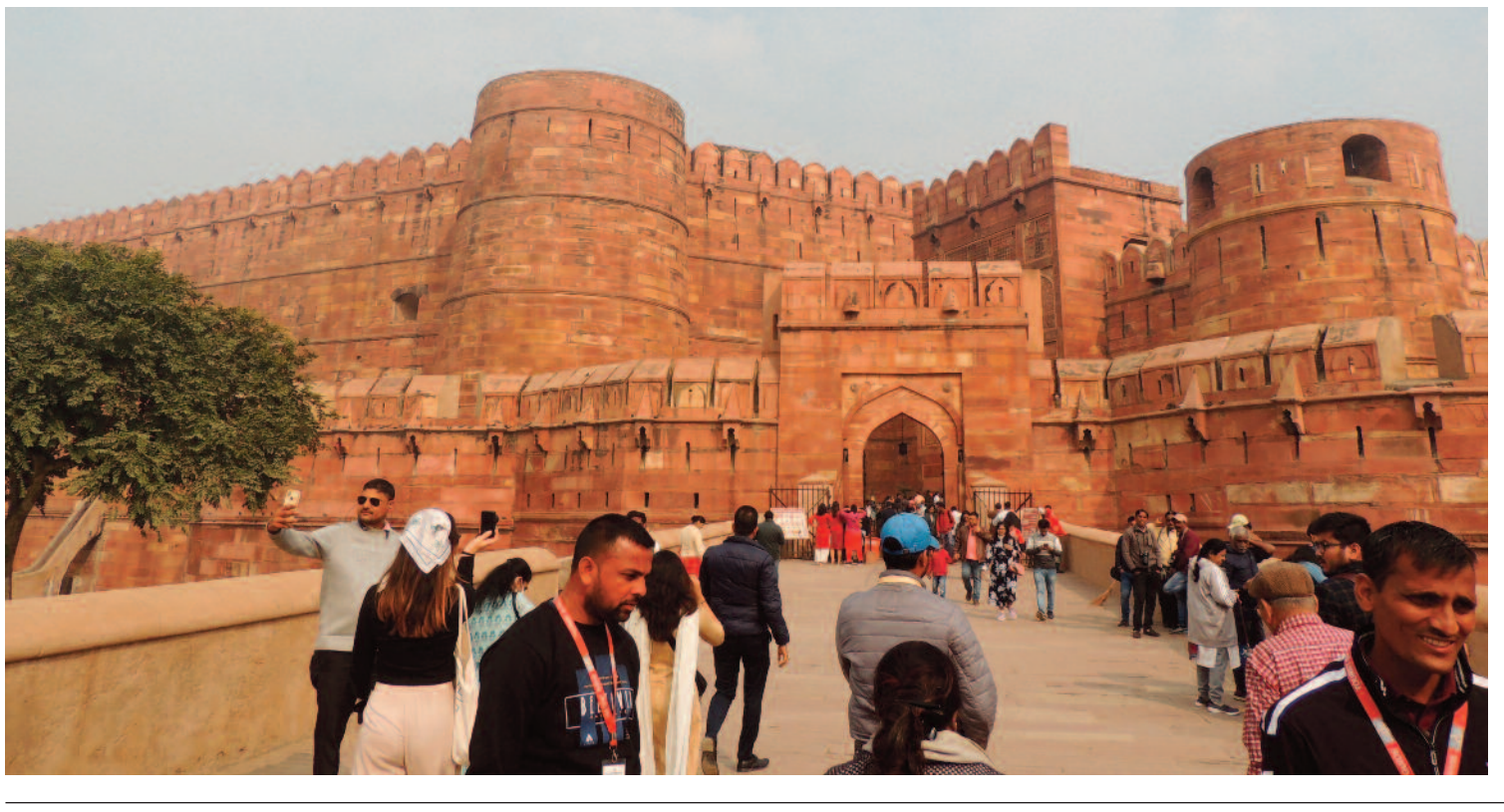

সিকান্দার লোদি ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে যমুনা নদীর তীরে আগ্রা শহরের পত্তন করেন। ১৯৮৩ সালে তাজমহল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট-এর সম্মানে ভূষিত হয়। তাজমহলের চারটি গেট আছে, আমরা ঢুকলাম পূর্বদিকের গেট দিয়ে। সিকিওরিটি খুব কড়া। কোনও খাবার ভিতরে নিয়ে যাওয়া যায়না। শুধু খাবার জল আর ওষুধে কোনও বাধা নেই। তাজমহল কেবলমাত্র চত্বর থেকে দেখলে টিকিটের মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা, কিন্তু ভিতরে ঢুকলে আরও দুশো টাকা লাগবে।

পড়বে জাহাঙ্গীর এবং তাঁর মা যোধাবাঈয়ের মহল। কিছুটা এগিয়ে আসবে শ্বেতপাথর নির্মিত সম্রাট শাহজাহানের খাসমহল। আরও কিছুটা অন্দরে দুপাশে দুটি পালকি আকৃতির মহল, শাহজাহানের দুই কন্যা রোশেনারা এবং জাহানারার জন্য। এরপর আসবে অঙ্গুরীবাগ, সেটা ছাড়িয়ে আসবে মিনা মসজিদ। মিনা মসজিদ ছাড়িয়ে দোতলায় দেওয়ান-ই-খাস, নাগিনা মসজিদ আর নিচের তলার দেওয়ান-ই -আম। দেওয়ান-ই-আমে সম্রাট প্রজাদের সঙ্গে দেখা করতেন, আর দেওয়ান-ই-খাসে মিলিত হতেন বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে। দেওয়ান-ই-আমে বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন ছিল, যেটি পারস্য সম্রাট নাদির শাহ অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। দিওয়ান-ই-আম-এর পাশে আছে শিশমহল, তবে অবস্থা খুব সঙ্গীন, মহল তালা বন্ধ। আমাদের একটা উপলব্ধি হল, আগ্রার মুঘল ঐতিহ্যগুলো সেভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না, যেমন রাজস্থানে রাজপুতদের ক্ষেত্রে করা হচ্ছে। সব কিছুই কেমন যেন মলিন, ধুলি-ধূসরিত।

আগ্রা থেকে ফতেপুর সিক্রির দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার। ইতিহাস বলছে, নিঃসন্তান আকবর সন্তান লাভের আশা নিয়ে ফতেপুরের ফকির শেখ সেলিম চিস্তির শরণাপন্ন হন। তাঁর দোয়ায় রাণী যোধাবাঈ জাহাঙ্গীরের জন্ম দেন। আকবর ছেলের নাম রাখেন সেলিম। এছাড়া তিনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রাজ্যের রাজধানী ফতেপুরে স্থানান্তরিত করেন। তবে প্রচন্ড জলাভাবের কারণে ১৫ বছর পর সম্রাট আকবর এই রাজধানী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফতেপুর সিক্রি দুটি মহলে বিভক্ত, ফতেপুর আর সিক্রি। আড়ে-বহরে অবশ্যই ফতেপুর অনেক বড়। সিক্রি মূলত মুঘল সম্রাটদের তোষাখানা, এখানে দর্শনীয় হল পঞ্চমহল। ফতেপুর মহলে একের পর এক দেখে নেওয়া যায় দেওয়ান-ই-আম, ইবাদত খানা, বাদশাহী হামাম, অনুপ তালাও, দেওয়ান-ই-খাস,

চণ্ডীদাসের সাধন ভূমি নানুর

সৈকত বিশ্বাস

শরত শেষে হেমন্তের নরম রোদ জানান দিচ্ছে শীতের আগমনের, এমনই এক কার্তিক মাসের সকালে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বাইকযোগে বেরিয়ে পড়ি বীরভূমের অন্যতম স্থান বৈষ্ণব পদকর্তার সাধনভূমি নানুরের উদ্দেশ্যে। তার পদের পরিচয় ইতিমধ্যেই পেয়েছি আর এবার তার প্রেমের স্থানের সাক্ষী থাকার সময় আর তার আকর্ষণে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কারণ 'বৃন্দাবনে যেমন কানু ছাড়া গীত নাই, চণ্ডীদাস ছাড়া কথা নাই নানুরে!' নানুরের সাথেই জড়িয়ে আছে চণ্ডীদাসের নাম। এক্ষেত্রে বোলপুর থেকে নানুর যাওয়ার ভিন্নপথ থাকলেও বেছে নিই সিয়ান হাসপাতাল দিয়ে যে রাস্তা নানুরের অভিমুখে গিয়েছে সেই রাস্তায়। চলতে থাকি একের পর এক গ্রাম হেমন্তের নরম রোদকে আলিঙ্গন করতে করতে। সাথে রাস্তার পাশের ছড়িয়ে থাকা বিস্তীর্ণ ধানের জমির সত্যিই একরাশ ভালোলাগার উপকরণ হয়ে ওঠে। পেরোতে থাকি মোহনপুর, দাতিনা, বেলুটি গ্রাম এবং সবশেষে নানুরে।এর আগে নানুর আসা হয়েছে কিন্তু চণ্ডীদাসের ভিটেয় যাওয়া এই প্রথম। কখনো গুগল ম্যাপ, কখনো স্থানীয়দের জিজ্ঞেস করে উপস্থিত হয় ১৪ শতকের সময়কালে নানুর থেকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত 'তেহাই' গ্রামে স্বল্প বয়সী বিধবা রজকীনি রামী কাপড় কাঁচতে আসতেন। 'রজকীনি' শব্দটির অর্থ হল ধোপার কন্যা। পরে চণ্ডীদাসের দ্বারাই নিচু জাতের সেই ধোপানি বিশালাক্ষী মন্দিরের সেবিকার কাজ পায়। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের এই সম্পর্ক তৎকালীন সমাজের রোষানলে পড়ে। কারণ চণ্ডীদাস ছিলেন ব্রাহ্মণ অন্যদিকে রামী ছিলেন নিচু জাতের ধোপাকন্যা।কিন্তু প্রেম কোনকালেই আর জাত-ধর্ম মেনেছে। এমনকি এই অপরাধে তৎকালীন ব্রাহ্মণসমাজ তার পিতার অন্তেষ্টিক্রিয়াতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু সমাজের ছুৎমার্গকে উপেক্ষা করেই চণ্ডীদাস ও রামীর এই অসম প্রেম গড়ে তোলে প্রেমের অমরকথা। চণ্ডীদাসের জন্মের মতোই মৃত্যু নিয়েও বহুল মত প্রচারিত। তারমধ্যে অন্যতম মতটি হল একদিন চণ্ডীদাস গৌড়ের নবাবের আমন্ত্রণে রাজসভায় গান পরিবেশন করতে যান। সেই সভায় নবাবের বেগম চণ্ডীদাসের গুনের অনুরাগিণী হন। সেইকথা নবাবের কানে গেলে তার আদেশে চণ্ডীদাসকে হাতির পিঠে বেঁধে কশাঘাত করা হয় এবং তাতে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যু নিয়ে অন্যমতটি হল বিশালাক্ষী মন্দিরে সাধক কবি

চৈতন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের সাধন ক্ষেত্রে।তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তণের রচয়িতা হিসেবে চারজন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। তারা হলেন দ্বিজ চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস আর বড়ু চণ্ডীদাস। নানুরের চণ্ডীদাসই তশ্রীকৃষ্ণকীর্তণদ এর রচয়িতা কিনা এই বিষয়ে নানান মুনির নানান মত থাকলেও আমি সচেতনভাবে সেই বিতর্কে না ঢুকে শুধুই রামী ও চণ্ডীদাসের প্রেমের সাক্ষী হতে এসেছি। যাই হোক মন্দিরের চারপাশে জনবসতি থাকলেও মন্দিরের ভেতরে স্নিগ্ধতা ভক্তিরসের উদয় ঘটায়। সাথে যথা সম্ভব রক্ষিত মন্দিরের পবিত্রতা। ছবির মতো সুন্দর এই প্রকৃতি মনকে শিহরিত করে তোলে। গেট দিয়ে প্রবেশ করেই চোখে পড়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের বোর্ড। সাথে সারিবদ্ধভাবে স্থাপিত মন্দির, সবচেয়ে বড় মন্দিরটি হল বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির।সেখানে কাঠের সিংহাসনে দেবীর মূর্তি। আমরা যেতেই এক মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা মন্দিরের দ্বার খুলে দেন। এবং জানান প্রতিবছর মাঘী পূর্ণিমায় নাম সংকীর্তণ হয়ে থাকে। দুর্গাপূজা ও কালীপূজা হয়। বিশালাক্ষী মন্দিরের মুখোমুখি রয়েছে দুটি টেরাকোটা কাজ করা শিবের মন্দির। বাশুলী মন্দির ও টেরাকোটা মন্দিরের পাশেই আরোও কিছু মন্দির যেখানে মূলত স্টার্কোর কাজ। আর তার পেছনে অবস্থিত এক উচু ঢিবি, যা চণ্ডীদাসের সমাধি বলে পরিচিত। এখানকার মন্দিরের প্রতিটি অংশই আজও রজকিনী কন্যা রামীর সাথে চণ্ডীদাসের অমর প্রেমের সাক্ষী বহন করে চলেছে। বলা হয়ে থাকে চণ্ডীদাস ছিলেন বিশালাক্ষী মন্দিরের পুরোহিত। সেই চণ্ডীদাস তার শিষ্যদের নিয়ে কীর্তনে মেতে ছিলেন। সেখানে যোগ দিয়েছিলেন নবাবের বাড়ির বেগমরা, একথা জানতে পেরে নবাব কামান দাগার আদেশ দেন।তাতে ধ্বংসস্তূপে চাপা সবাই মারা যান। স্থানীয় মতে মন্দিরের পাশে অবস্থিত ঘাসে ঢাকা উঁচু জমিটিই আসলে চণ্ডীদাসের সমাধিক্ষেত্র। মন্দির থেকে বেরিয়ে এবার আমাদের গন্তব্য কিছুটা দূরে অবস্থিত রজকিনী ঘাটের উদ্দেশ্যে। মন্দির থেকে বেরিয়ে নানুর থানার সামনে দিয়ে যাওয়া রাস্তার পাশেই সেই পুকুর, সামনেই রক্ষাকালী মন্দির, সেই মন্দিরের পেছনেই সেই ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজরিত পুকুর। যে পুকুরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এক ঐশ্বরিক প্রেম। যে প্রেমের সাক্ষী সেই পুকুরের ঘাট। আমরা তার সম্মুখে। কথিত আছে পাশেই 'তেহাই' গ্রাম থেকে স্থানীয় ধোপানি রামী কাপড় কাচতে আসতেন। সেই একই সময়ে উচুজাতের ব্রাহ্মণ সন্তান চণ্ডীদাসও ছিপ দিয়ে মাছ ধরতেন। প্রায় বারোবছর পর একদিন রামী কৌতুহলবশত জিজ্ঞেস করেন। তবড়শিতে কী মাছ ধরলা?দ চন্ডীদাস উত্তর দিয়েছিলেন ত১২ বছর পর এইমাত্র ঠোকর মারল।ত প্রেমের জন্য এই দীর্ঘ প্রতিক্ষা প্রেমেরই মহিমাকে গৌরবান্বিত করে। সেদিনের সেই পুকুরে আজ বাঁধানো ঘাটের বাঁধন। পুকুরের পাশের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হনুমান মন্দির আর সেই মন্দিরে সংরক্ষিত রয়েছে রামীর কাপড় কাঁচার পাটাতন, চোখের সামনে সেকালে রামীর কাপড় কাঁচার পাটাতন দেখে হৃদয় বেশ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে দূরের পশ্চিম আকাশে সূর্য যখন অস্তাচলে আমরাও অনেকটা ভালোলাগা নিয়ে ফিরতি পথ ধরি।